

প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে একটি কেন্দ্রীয় ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন এবং চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বগুড়া- ০৫ টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করা হয়। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ০৫টি বিশেষায়িত মোবাইল মনিটরিং স্টেশন এবং ০১ টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন ত্রয় করা হয়। বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে গৃহীত এ প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে TCI International Inc. নামক আমেরিকাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যন্ত্রপাতিগুলো ত্রয় করা হয়। এই সিস্টেমের যন্ত্রপাতিগুলোর দ্বারা ২০ মেগাহার্স থেকে ৩ গিগাহার্স পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়। মনিটরিং স্টেশনগুলোর মাধ্যমে নির্মিত সিস্টেমটি মূলত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর সমন্বয়ে গঠিত। হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশের মধ্যে রিসিভার এন্টেনা, কেবল, প্রসেসর, সার্ভার, এনালাইসিস টার্মিনাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে মোবাইল মনিটরিং স্টেশন এর যন্ত্রপাতিগুলো বিশেষায়িত Land Rover Defender 110 HT vehicle এর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৯ এ প্রকল্পটির কার্যক্রমসমূহ সফলভাবে সম্পাদনান্তে কমিশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। যার ধারাবাহিকতায় গত ১২ই এপ্রিল ২০১০ ইং তারিখে মনিটরিং সিস্টেমের যন্ত্রপাতি কমিশনের প্রশাসন শাখায় হস্তান্তর করা হয়। সিস্টেমটি সচল রাখার স্বার্থে সিস্টেমটির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিটিআরসি-র মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে এর যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির সাথে একটি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা চুক্তি বলবত আছে।

স্পেস পার্টনারশিপ ইন্টারন্যাশনাল (SPI)- কে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান

২০১৮ সালের ১১ই মে (বাংলাদেশ সময় ১২ই মে) কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫৭তম রাষ্ট্র হিসেবে মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের গৌরব অর্জন করে। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ-খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্তকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসি বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিটিআরসি কর্তৃক বাস্তবায়িত "Preparatory Functions and Supervision in Launching a Communication and Broadcasting Satellite" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Space Partnership

২০১৮ সালের ১১ই মে
(বাংলাদেশ সময় ১২ই
মে) কেনেডি স্পেস
সেন্টার থেকে মহাকাশে
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১
উৎক্ষেপণ করার মধ্য
দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে
৫৭তম রাষ্ট্র হিসেবে
মহাকাশে নিজস্ব
স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের
গৌরব অর্জন করে।

International (SPI) এর পরামর্শ ও সহায়তা এবং International Telecommunication Union (ITU) এর পরামর্শক্রমে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রাথমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্যোগের সময় নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করণে স্যাটেলাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি সর্বদা বাংলাদেশের একটি নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছিল। স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ বিষয়ক কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১২ সালের প্রথমার্ধে "Preparatory Functions and Supervision in Launching a Communication and Broadcasting Satellite" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় যা সরকার কর্তৃক গত ২৬শে জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়।

স্যাটেলাইট প্রযুক্তির বিষয়ে বাংলাদেশের পূর্বঅভিজ্ঞতার অপ্রতুলতা ITU কর্তৃক Orbital Location এবং তৎসংশ্লিষ্ট Frequency বরাদ্দ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল হওয়ায় এ বিষয়ক প্রাথমিক কার্যক্রমে সহায়তার জন্য যাবতীয় নিয়মনীতি অনুসরণপূর্বক গত ২৯শে মার্চ, ২০১২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Space Partnership International (SPI) কে প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনীয় Feasibility Study, Frequency Coordination, Satellite System Design & Manufacturing, Launch Vehicle Design & Manufacturing, Preparation of Tender documents, Preparation of Testing document, In Orbit Testing (IOT), Ground System Design, Satellite Procurement Monitoring, Fabrication

Monitoring, Insurance Services, Operation of satellite & ground station, Training and transfer of knowledge ইত্যাদি-সহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করেছে।

মিনিস্ট্রি অব সাইন্স অ্যান্ড আইসিটি, রিপাবলিক অফ কোরিয়া হতে তরঙ্গ পরীক্ষণ সিস্টেম গ্রহণ

২০১৮ সালে Ministry of Science And ICT, Republic of Korea এর আওতাধীন CRMS (Central Radio Management Service) নামক সরকারি সংস্থা ২০১৯ সালের Aid হিসেবে বিটিআরসি-র অনুকূলে ০১ টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন এবং ০২টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন প্রদানের জন্য বিটিআরসিকে মনোনীত করেছে। উক্ত মনোনয়নের আওতায় অক্টোবর ২০১৯ সালে CRMS প্রতিষ্ঠানটি বিটিআরসি কার্যালয়ে ০১ (এক) টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন স্থাপন-সহ ০২ (দুই) টি হ্যান্ডহেল্ড

স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস বিটিআরসি-র অনুকূলে হস্তান্তর করে। এর মাধ্যমে ২০ মেগাহার্টজ থেকে ০৬ গিগাহার্টজ পর্যন্ত তরঙ্গ পরীক্ষণ ও দিক নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। এই যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহার করে যে-কোনো স্থানে খুব সহজেই তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ ও কাজীকৃত তরঙ্গের উৎস শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। হ্যান্ডহেল্ড যন্ত্রপাতিসমূহের কারণে স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখায় সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।



কোরিয়ান স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গ্রহণ



বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিটিআরসি-র ভূমিকা

হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ স্থাপনের মাধ্যমে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর বীজ বপন করেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সর্বপ্রথম ২০০৮ সালে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর রূপকল্পের সূচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য সন্তান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ মহোদয় ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর স্থপতি হিসাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বক্ষণিক নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বিটিআরসি কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিটিআরসি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে

যাত্রা শুরু তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় ও প্রত্যয়ী নেতৃত্বে তথাকথিত ‘তলা-বিহীন বুড়ি’ নামক পরনির্ভরশীলতার অর্থনীতি থেকে মুক্ত হয়ে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকাভুক্তি পথে দেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে, আর এই যাত্রার বাহন হিসাবে কাজ করছে বিটিআরসি। বিটিআরসি রেগুলেটর হিসাবে একদিকে যেমন টেলিকম খাতের অভিভাবক হিসাবে কাজ করছে তেমনি অপরদিকে ক্রমবর্ধমান এই খাতের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এবং একইসাথে সরকারের পক্ষে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে প্রাপ্য চার্জ ও ফিস আদায় করে আসছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বিটিআরসি তথা টেলিকম খাতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের নিম্নে প্রদত্ত সূচকসমূহ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

১। সরকারের পক্ষে টেলিকম খাত হতে সরাসরি রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান।

২। মোট দেশজ উৎপাদন(জিডিপি) অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে টেলিকম খাতের অবদান।

৩। বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই)-এর ক্ষেত্রে টেলিকম খাতের অবদান।

৪। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেলিকম খাতের অবদান।

৫। সার্ভিস ডিজিটলাইজেশন মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেলিকম খাতের অবদান।

সরকারের পক্ষে টেলিকম খাত হতে সরাসরি বিটিআরসি-র রাজস্ব আদায়

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ধারা-০৬ মোতাবেক গঠিত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন(বিটিআরসি) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

উক্ত আইনের ধারা-৩১(২)(ক)(অ) অনুযায়ী নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বনুমোদনক্রমে লাইসেন্স ইস্যু করার জন্য বিটিআরসিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং আইনের ধারা-২৪(৩) অনুযায়ী বিটিআরসি সরকারের পক্ষে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে প্রাপ্য চার্জ, ফিস, প্রশাসনিক জরিমানা ও অন্যবিধ সকল পাওনা সরকারি দাবি (Public demand) হিসাবে আদায় করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য

যে, বিগত ২০০১-০২ অর্থ-বৎসর হতে ২০২০-২১ অর্থ-বৎসর পর্যন্ত সময়ে মোট ২০ বছরে বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে ফিস ও চার্জ বাবদ বিটিআরসি মোট ৬৫,১৮৭.২৫ কোটি টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে। নিম্নে বিগত ২০০১-০২ হতে ২০২০-২১ অর্থ-বৎসর পর্যন্ত বিটিআরসির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা/বাজেট, প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এবং বাজেট বাস্তবায়নের শতকরা হার(%) সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করা হলো-

বিগত ২০০১-০২ অর্থ-
বৎসর হতে ২০২০-২১
অর্থ-বৎসর পর্যন্ত
সময়ে মোট ২০ বছরে
বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ
লাইসেন্সধারী
প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট
হতে ফিস ও চার্জ বাবদ
বিটিআরসি মোট
৬৫,১৮৭.২৫ কোটি
টাকা আদায় করে
সরকারি কোষাগারে
জমা প্রদান করেছে।

নং	অর্থ-বৎসর	রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা/ বাজেট (কোটি টাকায়)	প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	বাজেট বাস্তবায়নের শতকরা হার (%)	মন্তব্য
০১	২০০১-০২	৪.২৬	৩.৪৫	৮০.৯৯%	
০২	২০০২-০৩	৮৯.০০	১২০.০৭	১৩৪.৯১%	
০৩	২০০৩-০৪	৯১.০০	১৪৭.৮৫	১৬২.৪৭%	
০৪	২০০৪-০৫	২৭০.০০	৩৫৭.১৪	১৩২.২৭%	
০৫	২০০৫-০৬	৪৪৯.২৫	৭৩৫.৭০	১৬৩.৭৬%	
০৬	২০০৬-০৭	৫১২.৩১	৫৬৫.৬১	১১০.৪০%	
০৭	২০০৭-০৮	১,৫০১.৯২	১,৬৭৭.৮৫	১১১.৭১%	
০৮	২০০৮-০৯	২,৫৪৭.৬৮	৩,১৯৫.৩৮	১২৫.৪২%	
০৯	২০০৯-১০	২,১৩৫.৩৫	২,৩৭০.৯৮	১১১.০৩%	
১০	২০১০-১১	২,৫৫৬.৭৪	৩,০৪৭.২৮	১১৯.১৯%	
১১	২০১১-১২	৬,৩০২.৫৭	৬,৯৫৭.৭০	১১০.৩৯%	
১২	২০১২-১৩	৫,১৫৯.৩২	৫,৪০৪.৬৯	১০৪.৭৬%	



নং	অর্থ-বৎসর	রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা/ বাজেট (কোটি টাকায়)	প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	বাজেট বাস্তবায়নের শতকরা হার (%)	মন্তব্য
১৩	২০১৩-১৪	৯,৪৯৭.০০	১০,০৮৫.৩৫	১০৬.২০%	
১৪	২০১৪-১৫	৭,০০০.০০	৪,২১৯.১৯	৬০.২৭%	
১৫	২০১৫-১৬	৪,১৮১.১০	৪,২০৭.৯৪	১০০.৬৪%	
১৬	২০১৬-১৭	৪,০৬০.০০	৪,০৬৬.৪৮	১০০.১৬%	
১৭	২০১৭-১৮	৬,৪৪৪.৮৬	৬,৪৪৫.৩৬	১০০.০১%	
১৮	২০১৮-১৯	৩,০২৫.০০	৩,০৫৮.৮৮	১০১.১২%	
১৯	২০১৯-২০	৩,১০০.০০	৪,৭১৯.৮২	১৫২.২৫%	
২০	২০২০-২১	২,৯৭৫.০০	৩,৮০১.০৩	১২৭.৭৭%	
	মোট	৬১,৯০২.৩৬	৬৫,১৮৭.৭৫	১০৫.৩১%	

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

বাংলাদেশে রাজস্ব আয়ের প্রধানত ০২টি খাত রয়েছে, যথাক্রমেঃ (১) TAX Revenue- Tax, VAT ও Customs ইত্যাদি এবং (২) Non-Tax Revenue-Fees, Charges ও Levy ইত্যাদি। বিটিআরসি দীর্ঘ ০১ যুগের বেশি সময় ধরে সরকারের সর্বোচ্চ Non-Tax Revenue আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করে আসছে এবং সরকার কর্তৃক প্রত্যেক অর্থ-বৎসরের জাতীয় বাজেটে প্রদত্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রতি বৎসর ধারাবাহিকভাবে সফলতার সাথে শতকরা ১০০%-এরও অধিক হারে বাস্তবায়ন করে আসছে। যা জাতীয় বাজেটের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং দেশের অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে টেলিকম খাতের ভূমিকা

বিগত এক দশক ধরে বাংলাদেশ গড়ে ৬.০%-এর বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো(বিবিএস)-এর তথ্যমতে, বিগত ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ-বৎসরে মোট দেশজ উৎপাদন(জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৭.২৮%, ৭.৮৬% ও ৮.১৫% এবং ২০১৯-২০ অর্থ-বৎসরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.৫১%। বিবিএস-এর অস্থায়ী অনুমান

অনুসারে, ২০২০-২১ অর্থ-বৎসরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৫.৪৭%, যা ২০০৮-০৯ অর্থ-বৎসরের পরে সর্বনিম্ন, এটি মূলত কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে। বিবিএস-এর অস্থায়ী তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থ-বৎসরে বর্তমান বাজারমূল্যে জিডিপি ৩০,১১,০৬৫ কোটি টাকা, যা আগের ২০১৯-২০ অর্থ-বৎসরের ৯.৯১% বেশি।

উল্লেখ্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদন বা সংক্ষেপে জিডিপি গণনার প্রধান ০৩টি খাত রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে- (১) কৃষি-খাত, (২) শিল্প-খাত এবং (৩) সেবা-খাত। যেহেতু টেলিকম একটি সেবা

২০২০-২১ অর্থ-
বৎসরে বর্তমান
বাজার মূল্যে জিডিপি
৩০,৯৪৭
কোটি টাকা

২০২০-২১ অর্থ-
বৎসরে বর্তমান
বাজার মূল্যে জিডিপি
বৃদ্ধি
৭.৯৬%

২০২০-২১ অর্থ-
বৎসরে বর্তমান
বাজার মূল্যে জিডিপি
শেয়ার
১.০৭%

সেহেতু এটিকে জিডিপি গণনার সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত উপখাত-
(৯) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ-এর সহযোগিতা- (ঙ) ডাক
ও টেলিযোগাযোগ-খাতে গণনা করা হয়। তবে টেলিকম-খাতের
পরিধি ও অবদান বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থ-বৎসর
হতে এটিকে সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত উপখাত-১০ তথ্য ও যোগাযোগ
শিরোনামে জিডিপিতে গণনা করা হয়ে থাকে। অর্থনীতি সাম্যিক
অবস্থা বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে সাধারণত ০২ ভাবে জিডিপি

গণনা করা হয়ে থাকে-(১) বর্তমান বাজার মূল্যে জিডিপি এবং (২)
স্থির মূল্যে জিডিপি।

নিম্নে ২০১১-১২ অর্থ-বৎসর হতে ২০২০-২১ অর্থ-বৎসর পর্যন্ত
সময়ের মধ্যে টেলিযোগাযোগ (Post & Telecommunication)
খাতের বর্তমান বাজার মূল্যে জিডিপি, জিডিপি বৃদ্ধির শতকরা হার
এবং জিডিপির শতকরা শেয়ার সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করা হলো-

নং	অর্থ-বৎসর	বর্তমান বাজার মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকায়)	বর্তমান বাজার মূল্যে জিডিপি বৃদ্ধি (%)	বর্তমান বাজার মূল্যে জিডিপি শেয়ার (%)	মন্তব্য
০১	২০১১-১২	১৫,৮৫৮	১৬.৯৮%	১.৫৯%	
০২	২০১২-১৩	১৭,৪০০	৯.৭৬%	১.৫২%	
০৩	২০১৩-১৪	১৯,১৫৪	১০.০৮%	১.৫০%	
০৪	২০১৪-১৫	২০,২৬৭	৫.৮১%	১.৪০%	
০৫	২০১৫-১৬	২১,৬৮১	৬.৯৮%	১.৩২%	
০৬	২০১৬-১৭	২৩,১৬৬	৬.৮৫%	১.২৪%	
০৭	২০১৭-১৮	২৪,৭১৩	৬.৬৮%	১.১৬%	
০৮	২০১৮-১৯	২৬,৭০৫	৮.০৬%	১.১০%	
০৯	২০১৯-২০	২৮,৬৬৪	৭.৩৪%	১.০৯%	
১০	২০২০-২১*	৩০,৯৪৭	৭.৯৬%	১.০৭%	

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) *অস্থায়ী।

বর্তমান মূল্যে জিডিপি গণনার সময় সাধারণত মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব
বিবেচনায় নেওয়া হয় না। তাই সাধারণত সবসময় বর্তমান মূল্যে

জিডিপি-এর তুলনায় স্থির মূল্যে জিডিপি বেশি হয়ে থাকে।
জিডিপিতে কোনো সেক্টরের অবদান বিবেচনায় ক্ষেত্রে বর্তমান



মূল্য ও স্থির মূল্য উভয়েই বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। নিম্নে ২০১১-১২ অর্থ-বৎসর হতে ২০২০-২১ অর্থ-বৎসর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে টেলিযোগাযোগ (Post & Telecommunication) খাতের স্থির মূল্যে

জিডিপি, স্থির মূল্যে জিডিপি বৃদ্ধির শতকরা হার এবং স্থির মূল্যে জিডিপির শতকরা শেয়ার সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করা হলো—

নং	অর্থ-বৎসর	স্থির মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকায়)	স্থির মূল্যে জিডিপি শতকরা বৃদ্ধি (%)	স্থির মূল্যে জিডিপি শতকরা শেয়ার (%)	মন্তব্য
০১	২০১১-১২	১৬,৩২৭	১৬.৯২%	২.৪৮%	
০২	২০১২-১৩	১৭,৯০৬	৯.৬৭%	২.৫৬%	
০৩	২০১৩-১৪	১৯,৬১৮	৯.৫৬%	২.৬৪%	
০৪	২০১৪-১৫	২০,৮১৬	৬.১১%	২.৬৩%	
০৫	২০১৫-১৬	২২,২৩৩	৬.৮১%	২.৬২%	
০৬	২০১৬-১৭	২৩,৭৮৫	৬.৯৮%	২.৬১%	
০৭	২০১৭-১৮	২৫,৩৩৯	৬.৫৩%	২.৫৮%	
০৮	২০১৮-১৯	২৭,৩৯৭	৮.১২%	২.৫৮%	
০৯	২০১৯-২০	২৯,৫৮৬	৭.৯৯%	২.৬৮%	
১০	২০২০-২১*	৩১,৬৬৩	৭.০২%	২.৭২%	

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) *অস্থায়ী।

বিগত ২০১১-১২ অর্থ-বৎসর হতে ২০২০-২১ অর্থ-বৎসর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে টেলিযোগাযোগ (Post & Telecommunication) খাতের বর্তমান বাজার মূল্যে ও স্থিরমূল্যে জিডিপি বিশ্লেষণে ০১টি বিষয় সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে টেলিকম সেক্টর ০১টি দৃঢ় ও স্থায়ী ভূমিকা পালন করে আসছে এবং একই সাথে

উভয়ক্ষেত্রেই গড়ে ০৭% এর অধিক প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় নিলে টেলিযোগাযোগ-খাত স্থিরমূল্যে জিডিপিতে প্রায় ২.৭৫% অবদান রাখছে।

২০২০-২১ অর্থ-
বৎসরে বর্তমান
বাজার মূল্যে জিডিপি
৩১,৬৬৩
কোটি টাকা

২০২০-২১ অর্থ-
বৎসরে বর্তমান
বাজার মূল্যে জিডিপি
বৃদ্ধি
৭.০২%

২০২০-২১ অর্থ-
বৎসরে বর্তমান
বাজার মূল্যে জিডিপি
শেয়ার
২.৭২%



২০২০-২১ অর্থ-
বৎসরে এফডিআই-
এর পরিমাণ
২৪৩.১০
মিলিয়ন ডলার

২০২০-২১ অর্থ-
বৎসরে এফডিআই-
এর শতকরা শেয়ার
৯.৭০%

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে টেলিকম খাতের ভূমিকা

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ(এফডিআই)-এর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়িক স্বার্থে অন্য দেশে বিনিয়োগ করে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ(এফডিআই) একটি দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বিনিয়োগ পুঁজি-দরিদ্র দেশগুলোকে মূলধন গড়ে তুলতে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে, উৎপাদনশীল সক্ষমতা বিকাশ করতে সহায়তা করে এবং প্রযুক্তির স্থানান্তরের মাধ্যমে স্থানীয় শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান-পদ্ধতি এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে দেশীয় অর্থনীতিকে সংহত করতে সহায়তা করে থাকে। বিধায় অর্থনীতির প্রসার ঘটতে ও নতুন প্রযুক্তি, ব্যবসায় জ্ঞান এবং

মূলধন আকর্ষণ করতে সরকার বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ(এফডিআই)-কে উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ(এফডিআই) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গতিশীল করতে এবং শিল্পায়নকে শক্তিশালী করতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ(এফডিআই) উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ১৯৯৫ সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের পর হতে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ(এফডিআই)-এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফলতার সাথে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে আসছে।

নিম্নে ২০১১-১২ অর্থ-বৎসর হতে ২০২০-২১ অর্থ-বৎসর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে টেলিযোগাযোগ (Post & Telecommunication) খাতের এফডিআই-এর পরিমাণ, এফডিআই বৃদ্ধির শতকরা হার এবং এফডিআই-এর শতকরা শেয়ার সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করা হলো—

নং	অর্থ-বৎসর	এফডিআই-এর পরিমাণ (মিলিয়ন ডলার- $\$$)	এফডিআই-এর শতকরা বৃদ্ধি (%)	এফডিআই-এর শতকরা শেয়ার (%)	মন্তব্য
০১	২০১১-১২	১৭৮.৯০	২৪১.৩৫%	১৪.৯৭%	
০২	২০১২-১৩	৫২৫.২৯	১৯৩.৬২%	৩০.৩৫%	
০৩	২০১৩-১৪	২৬৭.০৯	-৪৯.১৫%	১৮.০৪%	
০৪	২০১৪-১৫	১৯৭.২২	-২৬.১৬%	১০.৭৫%	
০৫	২০১৫-১৬	২৬৭.১২	৩৫.৪৪%	১৩.৩৩%	
০৬	২০১৬-১৭	৫৯৩.৮৯	১২২.৩৩%	২৪.১৯%	
০৭	২০১৭-১৮	১৫৭.০০	-৭৩.৫৬%	৬.০৮%	
০৮	২০১৮-১৯	২২২.৭৫	৪১.৮৮%	৫.৭৩%	
০৯	২০১৯-২০	২৬৫.১১	১৯.০২%	১১.১৮%	
১০	২০২০-২১	২৪৩.১০	-৮.৩০%	৯.৭০%	

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি)।



প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ(এফডিআই) সাধারণত মূলধন জাতীয় বিনিয়োগ যা দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী সাধারণত কোনো নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা, সাব-সিডিয়ারি প্রতিষ্ঠা, যৌথ-বিনিয়োগ, অধিগ্রহণ, একীভূতকরণ, শেয়ার মালিকানা স্বত্ব ক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে। যা দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা ও কর্ম-চঞ্চলতা তৈরি করে এবং নতুন কর্ম-সংস্থানের সৃষ্টি করে।

নিম্নে ২০১১-১২ অর্থ-বৎসর হতে ২০২০-২১ অর্থ-বৎসর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে টেলিযোগাযোগ (Post & Telecommunication) খাতের এফডিআই-এর স্থিতির পরিমাণ, এফডিআই স্থিতি বৃদ্ধির শতকরা হার এবং এফডিআই-এর শতকরা স্থিতির শেয়ার সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করা হলো-

নং	অর্থ-বৎসর	এফডিআই স্থিতির পরিমাণ (মিলিয়ন ডলার-\$)	এফডিআই স্থিতির শতকরা বৃদ্ধি (%)	এফডিআই স্থিতির শতকরা শেয়ার (%)	মন্তব্য
০১	২০১১-১২	৮৫৪.৩৬	৫.৪৮%	১৩.৬৭%	
০২	২০১২-১৩	১,১০৭.৯১	২৯.৬৮%	১৩.২৫%	
০৩	২০১৩-১৪	১,২০২.৩৭	৮.৫৩%	১২.৮৭%	
০৪	২০১৪-১৫	১,২২৮.১২	২.১৪%	৯.৮২%	
০৫	২০১৫-১৬	১,০৮২.৮৪	-১১.৮৩%	৮.০৫%	
০৬	২০১৬-১৭	১,২৫৪.১৬	১৫.৮২%	৮.৬৭%	
০৭	২০১৭-১৮	১,৩১৮.০৪	৫.০৯%	৮.৩৫%	
০৮	২০১৮-১৯	৯১১.১৬	-৩০.৮৭%	৪.৮৮%	
০৯	২০১৯-২০	১,০১৩.০১	১১.১৮%	৫.৪১%	
১০	২০২০-২১	১,২৮৪.০১	২৬.৭৫%	৬.৪৪%	

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক(বিবি)।

বাংলাদেশের টেলিকম-খাতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই)-এর সিংহভাগই হয়েছে সাধারণ সেলুলার মোবাইল ফোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে। বিগত ২০১১-১২ অর্থ-বৎসর হতে ২০২০-২১ অর্থ-বৎসর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে টেলিযোগাযোগ (Post & Telecommunication) খাতের এফডিআই-এর পরিমাণ ও এফডিআই-এর স্থিতির পরিমাণ বিশ্লেষণ

করলে দেখা যায় যে, এই খাতে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে এবং দেশের মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ(এফডিআই)-এর প্রায় ১০%। বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থ-বৎসর শেষে এফডিআই স্থিতির পরিমাণ ১,২৮৪.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা মোট স্থিতির প্রায় ৭.০০%।

২০২০-২১ অর্থ-
বৎসরে এফডিআই
স্থিতির পরিমাণ
১,২৮৪.০১
মিলিয়ন ডলার

২০২০-২১ অর্থ-
বৎসরে এফডিআই
স্থিতির শতকরা বৃদ্ধি
২৬.৭৫%

২০২০-২১ অর্থ-
বৎসরে এফডিআই
স্থিতির শতকরা শেয়ার
৬.৪৪%



কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেলিকম খাতের অবদান

একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নে কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো দেশের কর্মসংস্থানের হার বেশি হলে, সে দেশের বেকারত্বের হার কম হয় ফলে উক্ত দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাত; যেমন- কৃষি, শিল্প, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো টেলিকম খাতও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনাবদ্য ভূমিকা রয়েছে। টেলিকম খাতে কর্মসংস্থান প্রধানত দুইভাবে হয়ে থাকে; যথা- প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান এবং পরোক্ষ

কর্মসংস্থান। এই প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান আবার দুইভাবে হয়ে থাকে; যথাঃ উদ্যোক্তা তৈরি এবং চাকুরির ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। আর পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় সাধারণত লজিস্টিক ও ব্যাক লিংকেজ এবং নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিসের মাধ্যমে। বিটিআরসি টেলিকম খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসাবে একদিকে যেমন বিভিন্ন বৈদেশিক নামিদামি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে দেশের টেলিকম খাতের বৃদ্ধি ও প্রসার করে এবং চাকুরীর ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অপরদিকে অন্যান্য বিভিন্ন টেলিকম লাইসেন্স প্রদান করে দেশে উদ্যোক্তা তৈরি করে। নিম্নে বিটিআরসি কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি এবং চাকুরির ব্যবস্থার সমন্বয়ে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি বিবরণ প্রদান করা হল।

নং	লাইসেন্স শিরোনাম	লাইসেন্স সংখ্যা	উদ্যোক্তা তৈরি	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	মোট কর্মসংস্থান	মন্তব্য
০১	Mobile-অপারেটর	০৪	--	১,৪০০	১,৪০০	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়
০২	IGW-অপারেটর	২৪	--	২৫০	২৫০	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়
০৩	ICX-অপারেটর	২৬	--	২৫০	২৫০	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়
০৪	IIG-অপারেটর	৩৪	--	৩৫০	৩৫০	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়
০৫	NTTN-অপারেটর	০৬	--	১০০	১০০	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়
০৬	ITC-অপারেটর	০৭	--	১০০	১০০	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়
০৭	NIX-অপারেটর	০৭	--	১০০	১০০	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়
০৮	TSC-অপারেটর	০৪	--	৩৫০	৩৫০	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়
০৯	MNP-অপারেটর	০১	--	৪০	৪০	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়
১০	BWA-অপারেটর	০৪	--	৮০	৮০	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়
১১	PSTN-অপারেটর	১১	--	৪৫০	৪৫০	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়
১২	VSAT-অপারেটর	১৫	--	৭৫	৭৫	প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয়



নং	লাইসেন্স শিরোনাম	লাইসেন্স সংখ্যা	উদ্যোক্তা তৈরি	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	মোট কর্মসংস্থান	মন্তব্য
১৩	IPTSP-অপারেটর	৪২	৪২	৩৫০	৩৯২	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে প্রদেয়
১৪	VTS-অপারেটর	৪৭	৪৭	৪৫০	৪৯৭	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে প্রদেয়
১৫	TVAS-অপারেটর	১৮৩	১৮৩	৫০০	৬৮৩	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে প্রদেয়
১৬	A2P-অপারেটর	৯৯	৯৯	৩০০	৩৯৯	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে প্রদেয়
১৭	VSP-অপারেটর	৮৮৬	৮৮৬	২,০০০	২,৮৮৬	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে প্রদেয়
১৮	ISP-অপারেটর	১,৯৯৫	১,৯৯৫	১৫,০০০	১৬,৯৯৫	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে প্রদেয়
১৯	Call Center	২৯৭	২৯৭	৯,০০০	৯,২৯৭	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে প্রদেয়
মোট		৩,৬৯২	৩,৫৪৯	৩১,১৪৫	৩৪,৬৯৪	

তথ্যসূত্র: বিটিআরসি হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত বিভিন্ন অপারেটর সমূহের সংগঠন(সম্ভাব্য গড় কর্মী হিসাবে)।

বর্ণনা মোতাবেক দেখা যায় যে, বিটিআরসি কর্তৃক প্রায় ৩৫,০০০ কর্মসংস্থান প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি হয়েছে। তবে পরোক্ষভাবে হিসাব করলে এই সংখ্যা ০১.০০ মিলিয়নের অধিক হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে: (i) Mobile-অপারেটরসমূহের সাথে বিভিন্ন লজিস্টিক আমদানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মীগণ, (ii) মোবাইল হ্যাণ্ডসেট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ, (iii) মোবাইল হ্যাণ্ডসেট আমদানি, সরবরাহ ও বিক্রয়কারী ব্যক্তিবর্গ, (iv) ISP-অপারেটরসমূহের সাথে বিভিন্ন লজিস্টিক আমদানি, প্রস্তুত, সরবরাহ ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মীগণ, (v) ফ্রি-ল্যান্ডিং/আউট সোর্সিং পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং (vi) অপটিক্যাল ফাইবার লে-আউট ও মোবাইল টাওয়ার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মীগণ এবং (vii) টেলিকম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ সবাই টেলিকম খাতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সৃজিত কর্মসংস্থানের আওতাভুক্ত।

ডিজিটালাইজেশন মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেলিকম খাতের ভূমিকা

সহজ কথায় ডিজিটালাইজেশন বলতে বুঝায় কম্পিউটিং ডিভাইজ-এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাস্তিক পর্যায়ে সেবা প্রদান করা। আর এই ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে টেলিযোগাযোগ খাত। মূলত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মোকাবিলায় তথ্যপ্রযুক্তি খাতের দক্ষতা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)-এর মতে মোবাইল ব্রডব্যান্ড ১০% বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মাথাপিছু জিডিপি ২.৪৩% বৃদ্ধি পায় আর বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে বাংলাদেশের মতো নিম্ন থেকে মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে, ব্রডব্যান্ড গ্রাহকদের প্রতি ১০% বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১.৩৮% বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ই-গভর্নেন্স খাতের



ডিজিটাল ইজেশনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হল।

কৃষিখাত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন(বিএডিসি)-এর ওয়েবসাইট www.badc.gov.bd হতে বিএডিসির বীজ, সার, সেচ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়, আরও রয়েছে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার ডিজিটাল ম্যাপ ‘গ্রাউন্ড ওয়াটার জোনিং ম্যাপ’। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)-এর ওয়েবসাইট www.bari.gov.bd এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ‘বারি প্রযুক্তি ভাণ্ডার/ baritechnology.org/m’ হতে বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তির তথ্যের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)-এর উদ্ভাবিত ধানের সব তথ্য ‘বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংক’ www.knowledgebank-brri.org-এর মাধ্যমে পাওয়া যায়। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট(এসআরডিআই)-এর ওয়েবসাইট www.srdi.gov.bd হতে ‘অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম(ওএফআরএস)’-সফটওয়্যারের সাহায্যে দেশের যে-কোনো স্থানের জমির জন্য সারের সুপারিশ সেবা গ্রহণ করা যায়। ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ‘লবণাক্ততা তথ্য সেবা’-এর মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার পানিতে কখন, কোথায় এবং কী মাত্রায় লবণাক্ততা থাকে তা সহজেই জানা যায়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dam.gov.bd-এর মাধ্যমে বর্তমান বাজার দলবিষয়ক প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পাওয়া যায়। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(বিএমডিএ) পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ প্রবর্তন করেছে ‘সেচ প্লি-পেইড মিটার’-এতে সেচের ব্যয় কমেছে এবং কৃষকদের আর্থিকভাবে প্রতারণিত হওয়ার সম্ভাবনা বন্ধ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এটুআই কর্মসূচির জাতীয় ই-তথ্য কোষ www.infokosh.gov.bd-এর মাধ্যমে কৃষি ও জীবন জীবিকা সংশ্লিষ্ট সকল

সকল ওয়েবসাইটকে একটি পোর্টালের মাধ্যমে একীভূত করেছে যার মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষক হতে শুরু করে কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ী এবং কৃষিভিত্তিক বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী সকলেই তথ্য সমৃদ্ধ হচ্ছে ফলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষি বহুমুখীকরণ হচ্ছে অপরদিকে জিডিপিতে অবদান বাড়ছে ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র টেলিকম নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা ও বহুল ব্যবহারের ফলে, আর বিটিআরসির নিরলস প্রচেষ্টা এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে।

বিশ্বের প্রায় শতাধিক দেশের মধ্যে ডিএসআইএস-২ ব্যবহারকারী সর্ববৃহৎ দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগ বিগত ২০১৪ সালে জার্মান সরকারের নিকট হতে ‘বেস্ট প্র্যাকটিস অ্যাওয়ার্ড’ প্রাপ্ত হয়।

স্বাস্থ্যখাত

বিগত ২০১১ সালে জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাস্থ্যখাতে সফল ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের স্বীকৃতি হিসেবে ‘ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট’ পুরস্কারে ভূষিত করে। এই সম্মাননা প্রমাণ করে যে, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্ন বা রূপকল্প তা বাস্তবায়নে সম্মুখসারিতে কাজ করছে স্বাস্থ্যখাত। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যকৌশল, স্বাস্থ্যনীতি সমন্বয়ে স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা(হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম) ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম-এর সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল হচ্ছে ই-হেলথ ও বায়ো-মেডিকেলের উন্নয়ন ও হাসপাতাল অটোমেশন। বিনা মূল্যে টেলিমেডিসিন সেবা পেতে রয়েছে স্বাস্থ্য বাতায়ন, যার নম্বর ১৬২৬৩, এখানে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্যতথ্য ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩.০০ কোটির বেশি সেবা প্রত্যাশী স্বাস্থ্য বাতায়নে ফোন করে সেবা নিয়েছেন। করোনাকালীন স্বাস্থ্য বাতায়নের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে। সেসময় দেশের নাগরিকগণ



হাসপাতাল, ক্লিনিক বা চিকিৎসকের কাছে যেতে না পারে স্বাস্থ্য-বাতায়নে ফোন করে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ নিয়েছেন। বর্তমানে প্রায় ১০০-এর বেশি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু যার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায় হতে রাজধানী ঢাকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট দেখানো ও পরামর্শ গ্রহণ করা সম্ভব। জাতীয় পর্যায়ের ১৩ হাজারের বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক-সহ ২৪ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকে ডিভাইসসহ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, টেলিমেডিসিন সেবা, ভিডিও কনফারেন্স, স্বাস্থ্যশিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে ‘হেলথ সিস্টেম স্ট্রেনদেনিং’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সেবার মান, দক্ষতা ও কার্যকারিতা যাচাই বছরভিত্তিক সেরা প্রতিষ্ঠানকে ‘হেলথ মিনিস্টারস’ পুরস্কার দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ইলেকট্রনিক তথ্য, স্বাস্থ্য জনবল, হাসপাতাল অটোমেশন, জনস্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ডিএসআইএস-২ নামক সফটওয়্যারকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বিশ্বের প্রায় শতাধিক দেশের মধ্যে ডিএসআইএস-২ ব্যবহারকারী সর্ববৃহৎ দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগ বিগত ২০১৪ সালে জার্মান সরকারের নিকট হতে ‘বেস্ট প্র্যাকটিস অ্যাওয়ার্ড’ প্রাপ্ত হয়। স্বাস্থ্যখাতের এই অভূতপূর্ব উন্নয়ন একদিকে যেমন স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করেছে ও জনগণের দুয়ারে নিয়ে এসেছে অন্যদিকে এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করছে, যা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন স্বাস্থ্যখাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের পরিধি ও ধারাবাহিকতা এবং ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ স্বাস্থ্য খাতের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষা-খাত

বাংলাদেশের শিক্ষা-খাতে ডিজিটাল লার্নিং বা ই-এডুকেশন একটি যুগান্তকারী বিপ্লব নিয়ে এসেছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৩৬,০০০ স্কুল, ৫০০টির বেশি কলেজ, ১৫০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়, ৭০টি বেশি মেডিকেল কলেজ, ৫০০টির বেশি বেসরকারি শিক্ষা ইনস্টিটিউট এর ভর্তি আবেদন, বেতন ও ফিস জমা প্রদান, পরীক্ষার ফলাফল সব কিছুই অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৫০,০০০ এর বেশি ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম রয়েছে এবং এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এখন আর পরীক্ষার ফলাফলের জন্য প্রতিষ্ঠানে যেতে হয় না, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা ঘরে বসেই মোবাইলে এসএমএস অথবা

শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতার কারণে, তার ক্যারিশমেটিক নেতৃত্ব আর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার কল্যাণেই ২০০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষণা ‘দিন বদলের সনদ’ আজকে বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

ইমেইলের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক পেয়ে যায়। একইভাবে নেই ভর্তির আবেদন বা ফিস জমা প্রদানের কোনো লাইন এইসব কিছু এখন মুহূর্তেই মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে করা সম্ভব অথচ একযুগ আগে এইসব কিছুই ছিল বাঙালীর কল্পনার অতীত বিষয়। এই সবকিছুই সম্ভব হয়েছে বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শিক্ষার জন্য কাগজে ছাপা বইয়ের পাশাপাশি ই-বুক প্রকাশিত হচ্ছে যা অন-লাইনে পড়া বা ডাউনলোড করা যায়। পাঠ্যবইয়ের কোনো বিষয় বুঝতে না পারলে

ইন্টারনেটের সাহায্য নেওয়া যায়। ইন্টারনেটের কল্যাণে শিক্ষার্থীরা এখন শুধু স্কুলের ক্লাসরুম বা শিক্ষকদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে না, ইন্টারনেটে অসংখ্য চমকপ্রদ কোর্স দেওয়া হয় এবং যে কেউ কোর্সগুলো করতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্টগুলো অনলাইনে দেখে নেওয়া যায়, এছাড়াও দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য ও ক্লাস-লেকচারসমূহ ইন্টারনেটে সহজেই পাওয়া যায়। এখন শিক্ষার্থীরা যে-কোনো মুহূর্তে ইন্টারনেটের কারণে লাখ লাখ বই পড়তে পারছে, শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, ইচ্ছা করলে যে কেউ শুধু একটি বই নয়, আশু একটি লাইব্রেরি তার পকেটে রেখে দিতে পারে। কোভিড-১৯ মহামারির পরিস্থিতিতে দেশের প্রায় ৯০% স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করে, এতে প্রায় ৭৫.০০লক্ষ শিক্ষার্থী অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পাঠদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে।

ই-গভর্ন্যান্স

বাংলাদেশের ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ হিসেবে যাত্রা শুরু করে যে কয়েকটি অনুষ্ণের ওপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে এই রূপকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে তার মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স অন্যতম। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশ তাদের দারিদ্র্য, প্রশাসনিক জটিলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মস্তুর গতি প্রভৃতি দূর করার জন্য ই-গভর্ন্যান্সকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও ব্যবহার জনসাধারণের নাগালের মধ্যে আনা এবং সফল ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে সব ক্ষেত্রে কাজক্ষিত উন্নতি অর্জন করা সম্ভব। সরকারের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, অধিকতর উন্নত জনসেবা প্রদানের জন্য সর্বস্তরে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা

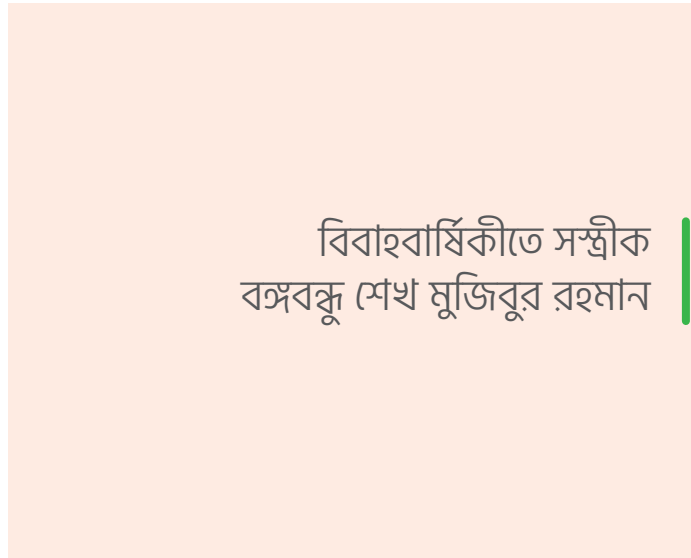
করা হয়েছে। এই ডিজিটাল নবজাগরণের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পেশাজীবীর সংখ্যা ২.০ মিলিয়ন, মোট আয় ৫.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং জিডিপিতে সমন্বিতভাবে ৫.০ শতাংশ অবদান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। বিগত ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ(বিআইডিএস)-এর ০১টি গবেষণায় দেখা গেছে সরকারের ডিজিটাল পোর্টাল থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যেখানে সেবা নিতে পারছেন গ্রামীণ জনগণ এবং ০৮টি জেলায় শুধু মোবাইল সেবা ব্যবহার করার কারণে গ্রামাঞ্চলের কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, গবাদিপশুর খামারি, মৎস্যজীবী, হাস-মুরগির খামারী, প্রমুখদের আয় প্রায় ১০% বেড়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের ১,৪৫,০০০ কিলোমিটার জুড়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক রাজধানী থেকে বিভাগে, বিভাগ থেকে জেলায়, জেলা থেকে উপজেলায়, উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিস্তৃত লাভ করেছে এর ফলে সাধারণ গ্রামীণ জনগণ সরকারের ই-সেবার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান সরকারের ২৫ হাজার ওয়েবসাইট সম্বলিত ওয়েব পোর্টাল হতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ই-সেবা প্রদান করে আসছে, যেমন- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয় পত্র আবেদন ও ফি জমা প্রদান, পাসপোর্ট আবেদন ও ফি জমা প্রদান, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস এবং টেলিফোন-এর সংযোগ আবেদন ও বিল প্রদান, দরিদ্রভাতা নিবন্ধন ও প্রদান, বিধবাভাতা নিবন্ধন ও প্রদান, বয়স্কভাতা নিবন্ধন ও প্রদান, ই-বুক, ই-লার্নিং, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন, বেতন ও ফিস জমা প্রদান এবং পরীক্ষার ফলাফল, কৃষি তথ্য, কৃষি সেবা, কৃষি বাজার, স্বাস্থ্য তথ্য, স্বাস্থ্যসেবা, টেলিমেডিসিন, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, অনলাইন ব্যাংকিং, চাকুরির আবেদন সকল কিছুই আজকে দেশের জনগণ হাতের নাগালে সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ ও দেশের অর্থনীতি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এখন আর রূপকল্প নয় বাস্তবতা।



পিতা-মাতাসহ
সপরিবারে বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান



বিবাহবার্ষিকীতে সস্ত্রীক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালনে বিটিআরসি-র অবদান

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ধারা ২১ক অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অধীনে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল গঠিত হয়। পরবর্তীতে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী তহবিলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের

সভাপতিত্বে “সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি” গঠিত হয়। উক্ত কমিটি তহবিল ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এবং তহবিলের অর্থ যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন করে থাকে। এছাড়া প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও কমিটির দায়িত্ব।

তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত ৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে আছে –

১। টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্পঃ-

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প এলাকা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প	ইউনিয়নের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, গ্রোথ সেন্টার, টেলিকম অপারেটর ইত্যাদি স্থানে নেটওয়ার্ক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)-এর নেটওয়ার্ক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি ই-সেবাসমূহ পৌঁছানোর অবকাঠামো সৃষ্টি। প্রকল্পে ৬১৭টি ইউনিয়নের মোট ৪০৭৭ টি ভূমি অফিস, ১১টি স্কুল এবং ১০০০ টি পুলিশ অফিসে ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান।	৫২ টি জেলা, ১৯৩ টি উপজেলা, ৬১৭ টি ইউনিয়ন	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
২	স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	৪০ টির বেশি দ্বীপ এলাকার মধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন। প্রত্যেকটি দ্বীপে সর্বোচ্চ ৫টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থানে নেটওয়ার্ক সংযোগ প্রদান।	৮ টি জেলা, ১৯ উপজেলা, ৩১ টি দ্বীপ	বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড



ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প এলাকা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩	হাওড় ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	হাওড় এবং দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের সশ্রয়ী মূল্যের মোবাইল টেলিকম সেবা, ভয়েস এবং উচ্চ গতির ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড সরবরাহ।	২০ টি জেলা, ৩২৮ টি ইউনিয়ন, ৪০০ টি সাইট	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড
৪	হাওড়, বাওড় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband WIFI) সম্প্রসারণ প্রকল্প	ভৌগোলিকভাবে প্রতিকূল অবস্থানের কারণে সশ্রয়ী মূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ হাওড়, বাওড়, দ্বীপ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহকে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা এবং জনগণের জন্য সশ্রয়ী মূল্যে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দেয়া।	সমগ্র বাংলাদেশের ১৬০০ টি সাইট	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড
৫	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট- ১ এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন প্রকল্প	প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট - ১ ও ভি-স্যাট প্রযুক্তির মাধ্যমে ৪৫০ টি স্থাপনায় টেলিকমিউনিকেশন সংযোগ প্রদান, ভি-স্যাট টার্মিনাল সংগ্রহ ও স্থাপন	৬৪ টি উপজেলা, ৪৯১ টি জেলা, ১০০ টি স্থাপনা	বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড
৬	সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ প্রকল্প	আধুনিক সুবিধাবঞ্চিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণের মাধ্যমে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুফল প্রাপ্তিক পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া	৬২ টি জেলা, ১০৩ টি উপজেলা, ৬৫০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৮ টি পাড়াকেন্দ্র	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৭	উপকূলীয় ও অনগ্রসর এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	উপকূলীয়, বনাঞ্চল, পার্বত্য ও অনগ্রসর এলাকায় টেলিকম সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের উচ্চ গতি মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা চালুর মাধ্যমে বিদ্যমান ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণ	৮ টি বিভাগের ২৭ টি জেলার ৪০০ টি সাইট	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

২। স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

৩। হাওড় ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

৪। হাওড়, বাওড় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband WIFI) সম্প্রসারণ প্রকল্প

৫। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট- ১ এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন প্রকল্প

৬। সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ প্রকল্প

৭। উপকূলীয় ও অনগ্রসর এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ



১। টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প

ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকারের এ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী শক্তসমর্থ, আধুনিক এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। এ লক্ষ্যে সারা দেশে আইসিটি নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাগভ.নেট ও ইনফো-সরকার-২ প্রকল্পের মাধ্যম সরকার ইতোমধ্যে সারা দেশে ১৮৪৩৪টি সরকারি অফিসের মধ্যে Intra-network স্থাপন করে। বিটিসিএল ১০০০ ইউনিয়ন কানেক্টিভিটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১২১১টি (সাইটসহ ১২১৯টি) ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ কমিউনিকেশন সার্টিলাইট কোম্পানির মাধ্যমে ১৭টি ইউনিয়নে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং অরিশ ৩৪টি ইউনিয়নে সংযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল হতে ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪৭টি সাইটসহ ২৬০০টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি স্থাপনের কাজ চলমান হয়েছে। ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বর, ২০২০ এ সমাপ্ত হবে। ৬১টি ইউনিয়নে (৮টি সাইটসহ) নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপনের কাজ এ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রস্তাবিত এ প্রকল্পটি Optical Fiber Cable Network Development In 1000 Union Parisad of Durgam (Remote) Areas". নামকরণে বিটিসিএল প্রস্তাবনা করে। এ প্রস্তাবনায় ১০০টি দুর্গম ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপনের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত
বাংলাগভ.নেট ও ইনফো-সরকার-২
প্রকল্পের মাধ্যম সরকার ইতোমধ্যে সারা দেশে
১৮৪৩৪টি সরকারি অফিসের মধ্যে Intra-network স্থাপন করে।

বিটিসিএল ১০০০
ইউনিয়ন কানেক্টিভিটি
প্রকল্পের মাধ্যমে **১২১১টি (সাইট-সহ ১২১৯টি)**
ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করেছে।

প্রক্রিয়ায় থাকাকালীন গত ২৪/১০/২০১৬ এ অনুষ্ঠিত ২৩ তম Domestic Network Coordination Committee (DNCC) সভায় আইসিটি বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একইসাথে প্রকল্পটি বিটিআরসি-এর সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (SOF) হতে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আইসিটি বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল হতে “দুর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন কানেক্টেড বাংলাদেশ) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন ২০১০ (২১) অনুযায়ী সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সুবিধা বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল গঠিত হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পটি সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল” এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে তাই প্রকল্প সিটারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় প্রকল্পের বর্তমান নাম পরিবর্তন করে “টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন কানেক্টেড বাংলাদেশ)” নামকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

প্রকল্পটির কাজ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (7th FYP) অন্তর্ভুক্ত, যেখানে দুর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রমকে গুরুত্ব আরওপ করেছে। টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ)” শীর্ষক প্রকল্পটি সরাসরি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (7th FYP)-কে প্রতিপালন করে। এছাড়া প্রকল্পের উদ্দেশ্য আইসিটি পলিসি ২০১৫ এর কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.১, সামাজিক সমতা এর (১.১), ৩ত ৩ জগতে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার এন (৩.২) সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করে। প্রকল্পটির মাধ্যমে স্থাপিত নেটওয়ার্ক এর sustainability নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সরকার এবং অংশীদারদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় একটি স্থায়ী নেটওয়ার্ক স্থাপন ও সারাদেশে ব্যাকবোন নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের মাধ্যম "কানেক্টেড বাংলাদেশ" প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের Interoperability, Efficiency, Transparency, Effectiveness, and Quality of services (QoS) বৃদ্ধি করবে। যা জাতীয় অর্থনীতিতে সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় অবস্থিত ৬১৭টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন। ৪৫৭৩টি ইউনিয়নের মধ্যে বিটিসিএল ১০০০ ইউনিয়ন কানেক্টিভিটি প্রকল্পের মাধ্যমে ২১১টি (সাইটসহ ১২১৯টি) ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানির মাধ্যমে ১৭টি ইউনিয়নে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৩৪টি ইউনিয়নে সংযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল হতে ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫৪৭টি (সাইটসহ ২৬০০টি) ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বর, ২০২০ এ সমাপ্ত হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬১৭টি ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হবে। টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক অবকাঠামো উন্নয়ন করা, ৬১৭টি ইউনিয়নের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, গ্রোথ সেন্টার, টেলিকম অপারেটর ইত্যাদি স্থানে নেটওয়ার্ক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)-এর নেটওয়ার্ক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছানোর অবকাঠামো সৃষ্টি করা, ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে ই-কমার্স, ই-সার্ভিস, টেলিমেডিসিন প্রসারে সহযোগিতা করা, ৬১৭টি ইউনিয়নে ডিজিটাল বিভাজন বৈষম্য দূরীকরণ - এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

বিভাগ	ইউনিয়নের সংখ্যা
খুলনা	৫০
চট্টগ্রাম	১৭৯
ঢাকা	৮৪
বরিশাল	১২৩
ময়মনসিংহ	৪৪
রংপুর	৪০
রাজশাহী	৬৪
সিলেট	৩৩
মোট	৬১৭

২। স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকারের এ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী শক্তসমর্থ, আধুনিক এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। এ লক্ষ্যে সারা দেশে যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দ্বীপগুলোতে ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের পাশাপাশি একই সাথে ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচায়ের দায়িত্ব বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হয়। Domestic Network Coordination Committee (DNCC) ২৯ তম সভার কার্যপত্রে অগ্রগতি

অনুসারে ৪৩ টি দ্বীপের মধ্যে ৪ (চার) টি দ্বীপে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ সরবরাহের পাশাপাশি ফাইবার সরবরাহ করতে পারবে। অবশিষ্ট দ্বীপসমূহে ফাইবার স্থাপন সুবিধা না থাকায় উক্ত স্থানে South Asia Satellite (SAS) এর ব্যান্ডউইথ যেহেতু ফ্রি আছে, South Asia Satellite (SAS) এর মাধ্যমে ৪০ টি দ্বীপে ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই কার্যক্রম বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডে গ্রহণ করবে।

দ্বীপ এলাকায় একটি স্থায়ী নেটওয়ার্ক স্থাপন ও সারাদেশে ব্যাকবোনে নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অর্থনীতিতে সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্পটির নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভি-স্যাট হাব সার্ভিস ভি-স্যাট প্রোভাইডারগণ। ভি-স্যাট নেটওয়ার্ক স্থাপনে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে। যারা পরবর্তীতে এ নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে। একইসাথে প্রকল্পটির মাধ্যমে স্থাপিত নেটওয়ার্ক-এর sustainability নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সরকার এবং অংশীদারদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

National ICT Policy 2015 বাস্তবায়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে, ৩১ টি দ্বীপ এলাকার প্রতিটিতে সর্বোচ্চ ৫টি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থানে নেটওয়ার্ক সংযোগ প্রদান, দুর্গম এলাকায় জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছানোর অবকাঠামো সৃষ্টি, আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-কমার্স, ই-সার্ভিস, টেলিমেডিসিন প্রসারে সহযোগিতা, দ্বীপ এলাকায় ডিজিটাল বিভাজন দূরীকরণ - এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।



৩। হাওড় ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

হাওড় এবং দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের সশ্রয়ী মূল্যের মোবাইল টেলিকম সেবা, ভয়েস এবং উচ্চ গতির ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড সরবরাহ করার জন্য ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ হতে

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড হতে এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রকল্পের মোট অনুমোদিত অর্থ ৩৭৯.৮৭৯৫ কোটি টাকা। সশ্রয়ী মূল্যের ভয়েস এবং ইন্টারনেট মোবাইল টেলিকম পরিষেবা সরবরাহকরণ, দুর্গম এলাকায় সহজে নেটওয়ার্ক পৌঁছানো, নতুন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস প্রদান, মাইক্রোওয়েভ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত দূরত্বে সংযোগ পৌঁছানো ইত্যাদি - এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

Division	District	Shared		Shared Total	TBL Own		TBL Own Total	Grand Total
		On Air	Work On Going		On Air	Work On Going		
Barishal	Barishal					1	1	1
	Bhola		2	2		2	2	4
	Barishal Total		2	2		3	3	5
Chattogram	Brahmanbaria		11	11		13	13	24
	Chandpur					2	2	2
	Chattogram	6	5	11		1	1	12
	Chittagong					1	1	1
	CoxsBazar	9	7	16	1	8	9	25
	Cumilla		10	10		3	3	13
	Noakhali					6	6	6
	Chattogram Total	15	33	48	1	34	35	83
Chittagong	Noakhali					1	1	1
Chittagong Total					1	1	1	
Dhaka	Gopalganj		4	4		13	13	17
	Kishoreganj	5	8	13	15	15	30	43
	Madaripur					1	1	1
	Manikganj					1	1	1
	Munshiganj		1	1		1	1	2
	Rajbari					1	1	1
	Shariatpur					1	1	1
	Tangail					1	1	1



Division	District	Shared		Shared Total	TBL Own		TBL Own Total	Grand Total
		On Air	Work On Going		On Air	Work On Going		
Dhaka Total		5	13	18	15	34	49	67
Khulna	Bagerhat		1	1				1
	Khulna					1	1	1
	Narail		1	1		7	7	8
Khulna Total			2	2		8	8	10
Mymensingh	Jamalpur					1	1	1
	Mymensingh	1		1				1
	Netrokona	11	3	14	28	16	44	58
Mymensingh Total		12	3	15	28	17	45	60
Rajshahi	Naogaon		1	1				1
	Natore					5	5	5
	Pabna		2	2		3	3	5
Rajshahi Total			3	3		8	8	11
Rangpur	Kurigram		1	1		5	5	6
	Lalmonirhat		1	1		5	5	6
	Nilphamari		2	2		1	1	3
	Panchagarh		2	2		5	5	7
	Rangpur					2	2	2
Rangpur Total			6	6		18	18	24
Sylhet	Habiganj	7	5	12	12	2	14	26
	Moulvibazar	2	7	9	4		4	13
	Sunamganj	18	14	32	33	2	35	67
Sylhet Total		1	10	11	25	9	34	45
Sylhet Total		28	36	64	74	13	87	151
Grand Total		60	98	158	118	136	254	412



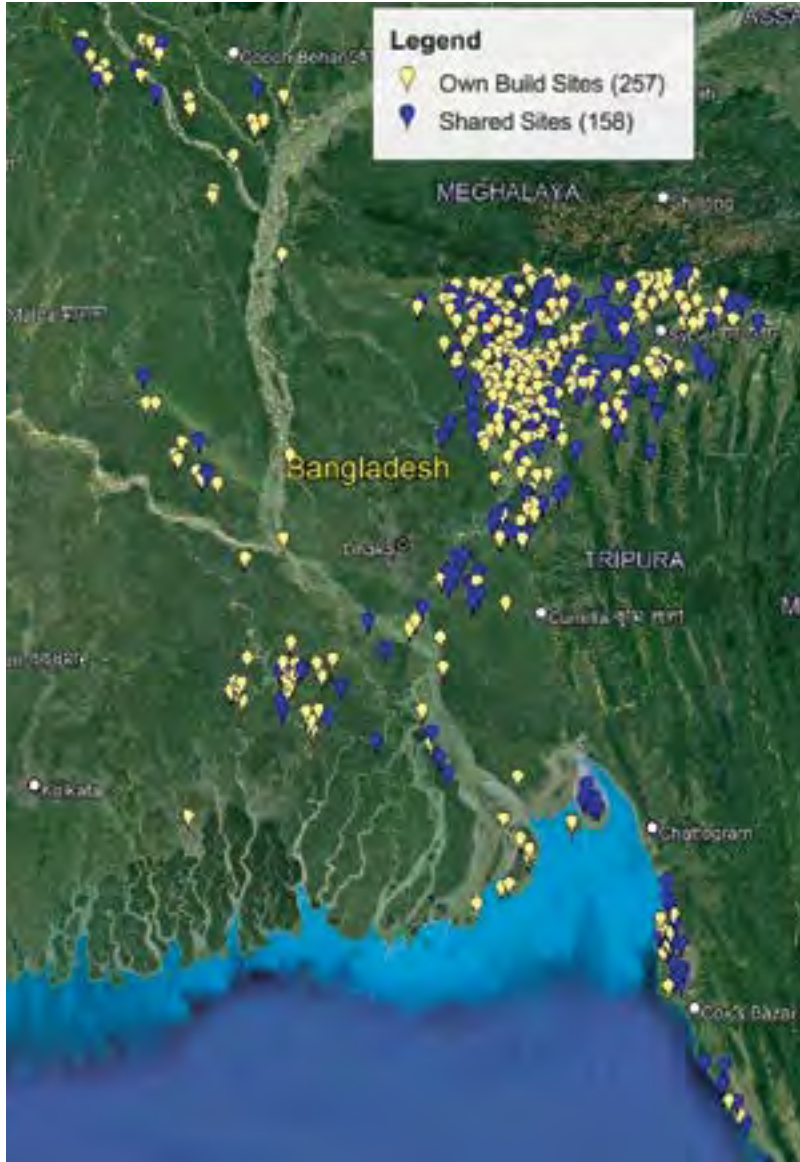
৪। হাওড়, বাওড় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband WIFI) সম্প্রসারণ প্রকল্প

বিটিসিএল এর সমাপ্ত/চলমান প্রকল্প সমূহের কাজের আওতায় দেশের সকল জেলা এবং অধিকাংশ উপজেলা ও ইউনিয়নসমূহ বিটিসিএল অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় এসেছে। তবে, ভৌগোলিকভাবে প্রতিকূল অবস্থানের কারণে হাওড়, বাওড়, দ্বীপ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত জনসাধারণের জন্য ইন্টারনেট সুবিধা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। কৃষি গবেষণায় উদ্ভাবিত নতুন জ্বন ও প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে প্রাস্তিক চাষিদের কাছে পৌঁছানোর ওপর কৃষি উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির জ্ঞান ইন্টারনেট সুবিধাবঞ্চিত হাওড়, বাওড় ও দ্বীপসমূহের জনগণের কাছে পৌঁছায় না বলে সেসব অঞ্চলে বিস্তীর্ণভূমির তুলনায় কৃষি উৎপাদন অনেক কম। উপরন্তু সে সকল এলাকায় একটি গ্রামের সঙ্গে আরেকটির দূরত্ব ১০-১২ কিলোমিটার এবং বিদ্যালয়সমূহ অনেক দূরে অবস্থিত এবং বিদ্যালয় সংখ্যা অপ্রতুল। ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় হাওড়, বাওড় ও দ্বীপসমূহে অনলাইন স্কুলব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়নি। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি প্রান্তে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর জাতি গড়ে তুলতে হাওড়, বাওড়, দ্বীপ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহকে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা প্রয়োজন। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অগ্রগতির সাথে সাথে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রসমূহ যথা-দৈনন্দিন কাজসমূহ, কৃষি/বিবিধ ব্যবসায় চাকুরি, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রভৃতি ডিজিটাইজেশনের আওতায় আসবে। হাওড়, বাওড়, দ্বীপ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ায় সমতালে এগিয়ে না থাকলে

স্থানীয় উন্নয়ন ব্যাহত হবে যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হবে না। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিকম কোম্পানি হিসাবে বিটিসিএল এর বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক আছে। হাওড়, বাওড়, দ্বীপ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার,

গ্রোথ সেন্টার, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ইত্যাদি স্থানে বিটিসিএল কর্তৃক ওয়াইফাই হটস্পট স্থাপন করার মাধ্যমে সেসকল স্থানের জনগণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দেওয়া সম্ভব। হাওড়, বাওড়, দ্বীপ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ইত্যাদি স্থানে বিটিসিএল কর্তৃক ওয়াইফাই হটস্পট স্থাপন করার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা বিস্তৃতকরণ এবং সেসকল স্থানের জনগণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।





Site Location Under Haors & Islands Project

Division	District	No of Sites
Barisal	Barguna	83
	Barisal	89
	Bhola	112
	Jhalokati	81
	Patuakhali	114
	Pirojpur	69
Barisal Total		548
Chittagong	Bandarban	52
	Brahmanbaria	207
	Chandpur	234
	Chittagong	757
	Comilla	506
	Cox's Bazar	528
	Feni	126
	Khagrachhari	63
	Lakshmipur	198
	Noakhali	213
	Rangamati	18
Chittagong Total		2902
Dhaka	Dhaka	385
	Faridpur	172
	Gazipur	45
	Gopalganj	574
	Kishoreganj	335
	Madaripur	217
	Manikganj	149





Division	District	No of Sites
	Munshiganj	234
	Narayanganj	55
	Narsingdi	241
	Rajbari	144
	Shariatpur	112
	Tangail	427
Dhaka Total		3090
Khulna	Bagerhat	93
	Chuadanga	118
	Jessore	496
	Jhenaidah	153
	Khulna	67
	Kushtia	171
	Magura	117
	Meherpur	162
	Narail	133
	Satkhira	135
Khulna Total		1645
Mymensingh	Jalalpur	141
	Mymensingh	245
	Netrakona	559
	Sherpur	133
Mymensingh Total		1078
Rajshahi	Bogra	154
	Chapai Nawabganj	126
	Joypurhat	81

Division	District	No of Sites
	Naogaon	108
	Natore	224
	Pabna	180
	Rajshahi	108
	Sirajganj	198
Rajshahi Total		1179
Rangpur	Dinajpur	162
	Gaibandha	171
	Kurigram	177
	Lalmonirhat	75
	Nilphamari	268
	Panchagarh	157
	Rangpur	173
	Thakurgaon	153
Rangpur Total		1336
Sylhet	Habiganj	140
	Maulvibazar	254
	Sunamganj	221
	Sylhet	407
Sylhet Total		1022
Grand Total		12800



ডিজিটাল বাংলাদেশ
সরকারের রূপকল্প ২০২১-
এর একটি অবিচ্ছেদ্য
অংশ। সরকারের এ
রূপকল্প বাস্তবায়নের
লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী
শক্তসমর্থ, আধুনিক
এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার
অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমানের সোনার
বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়
নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার ডিজিটাল
বাংলাদেশ বিনির্মাণে
“বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১”
এক অনন্য মাইলফলক।

৫। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট- ১ এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন প্রকল্প

ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকারের এ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী শক্তসমর্থ, আধুনিক এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। এ লক্ষ্যে সারা দেশে যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে “বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১” এক অনন্য মাইলফলক। প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণ টেলিযোগাযোগ সেবা এবং এর ফলে বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। নগর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যকার ডিজিটাল সুবিধাদির বৈষম্য দূরীকরণে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর ব্যান্ডউইথ ও ভি-স্যাট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করে প্রত্যন্ত ও দুর্গম (হাওড়-বাওড়, পাহাড়ি অঞ্চল, সুন্দরবন অঞ্চল-সহ বিভিন্ন জনপদ) এলাকার জনগণকে টেলিযোগাযোগ সেবা ও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে এবং তাদের তথ্য প্রযুক্তি জগতে প্রবেশ সহজতর হবে।

প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় অঞ্চলের প্রচুর জনগণ টেলিযোগাযোগ সেবা ও সকল ধরনের ই-সেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর প্রাস্তিক পর্যায়ে সেবা গ্রহণ করতে ভি-স্যাট রিমোট টার্মিনাল এবং লাইসেন্সড মডেম অত্যাবশ্যিক। এখন পর্যন্ত ভি-স্যাট সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানি নির্ভর পণ্য। ভি-স্যাট সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানি নির্ভর হওয়ায় আলাদা-আলাদাভাবে প্রত্যেক গ্রাহকের পক্ষে এগুলো সংগ্রহ করা জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ভি-স্যাট হাব অপারেটর লাইসেন্স ব্যতীত কেউ ভি-স্যাট সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানি করতে পারে না এবং আমদানির পূর্বেই রিমোট টার্মিনাল/ ভিস্যাট ইউজার লাইসেন্স ফি বাবদ বিটিআরসিকে ২০,১০০ (বিশ হাজার একশত টাকা) দিতে হয়। ফলে, ভি-স্যাট সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি

বাজারে Readily available সম্ভব হচ্ছে না। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের ডিজিটাল সুবিধাদির বৈষম্য দূরীকরণে এ প্রকল্পের আওতায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে ভি-স্যাট প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি সংস্থান ও স্থাপন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার বিভিন্ন স্থাপনায় টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান সহজতর করা সম্ভব হবে। এ বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড এ প্রকল্পের আওতায় ভি-স্যাট নেটওয়ার্ক স্থাপন সহ, ভি-স্যাট রিমোট টার্মিনাল সংগ্রহকে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ব্যবহারকারীদের সরবরাহ করবে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান সহজতর করা, প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার জনগণের জন্য টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো সৃষ্টি ও ডিজিটাল সুবিধার বৈষম্য দূরীকরণ – এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

বিভাগ	জেলা	সাইট সংখ্যা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	২
	চাঁদপুর	৫
	নোয়াখালী	৩
	রাঙ্গামাটি	২৭
	লক্ষ্মীপুর	২
চট্টগ্রাম মোট		৩৯
ঢাকা	জামালপুর	৩
	ফরিদপুর	২
ঢাকা মোট		৫
বরিশাল	ভোলা	২
বরিশাল মোট		২



বিভাগ	জেলা	সাইট সংখ্যা
রংপুর	কুড়িগ্রাম	৬
রংপুর মোট		৬
রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২
	বগুড়া	৩
	রাজশাহী	২
	সিরাজগঞ্জ	১১
রাজশাহী মোট		১৮
সর্বমোট		৭০

৬। সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ প্রকল্প

আজকের শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরকরণ বর্তমান সরকারের অর্জিত সাফল্যগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এই সাফল্যকে ধরে রাখা এবং আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আগামী প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। একটি জাতিকে দক্ষ জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সূচনা লগ্ন থেকেই নতুন প্রজন্মকে চিন্তা-চেতনায় ও মননশীলতায় উজ্জীবিত করতে হবে।

গ্লোবাল ভিলেজের বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও আইসিটি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা যে পরিমাণ জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক সুযোগসুবিধা ভোগ করে থাকে, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা সে পরিমাণ সামাজিক, পারিবারিক

সহযোগিতা পায় না। ফলে তাদের মধ্যে লুক্কায়িত সুপ্তমেধার বিকাশ ঘটিয়ে দেশের উন্নয়নে তারা যে ভূমিকা রাখতে পারতো দেশ তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে পাড়াগাঁয়ের বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে লুক্কায়িত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো যায়। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল টাঙ্কফোর্সের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে,

- ১। সকল পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করতে হবে
- ২। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন ও এগুলোর সক্রিয় ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে
- ৩। পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীর নিকট সুলভমূল্যে একটি করে ডিজিটাল পণ্য পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

দেশের আধুনিক সুবিধাবঞ্চিত, দুর্গম এবং পার্বত্য এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, ডিসপ্লে ডিভাইস, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ পূর্বক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রি-১ হতে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রদান ও শিক্ষা অর্জনের সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচ্য "সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর মতো আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরাও আইসিটি নির্ভর যুগোপযোগী শিক্ষা লাভ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গतिकে বেগবান করতে সক্ষম হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন করা হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রে আধুনিক শিক্ষার উপযোগী ডিজিটাল ক্লাস-রুম স্থাপন, প্রকল্পভুক্ত এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পার্বত্য অঞ্চলের পাড়াকেন্দ্রের ক্লাসরুমের জন্য

নগর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যকার ডিজিটাল সুবিধাদির বৈষম্য দূরীকরণে **বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১**-এর ব্যন্ডউইথ ও ডি-স্যাট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করে প্রত্যন্ত ও দুর্গম (হাওড়-বাওড়, পাহাড়ি অঞ্চল, সুন্দরবন অঞ্চল-সহ বিভিন্ন জনপদ) এলাকার জনগণকে টেলিযোগাযোগ সেবা ও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে এবং তাদের তথ্য প্রযুক্তি জগতে প্রবেশ সহজতর হবে।

ল্যাপটপ, স্মার্ট ডিসপ্লে, প্রিন্টার প্রভৃতি প্রযুক্তি পণ্য সহ IPS /Solar ইউনিট, Steel Cabinet, Printer Table, ট্যাব (১০টি স্কুলের জন্য) প্রভৃতি পণ্য প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া; ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলসহ দেশের পার্বত্য এলাকার নতুন প্রজন্মকে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল কন্টেন্টের বাস্তবায়ন কার্যকর করা; ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তথ্য ও প্রযুক্তি পণ্য ব্যবহারে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করা - এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৭। উপকূলীয় ও অনগ্রসর এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

বর্তমানে নাগরিক সেবা হিসেবে ইন্টারনেট সংযোগ বিদ্যুৎ এবং পানি সরবরাহের মতো একটি অপরিহার্য সেবা, যা নাগরিক জীবনমানকে উন্নত করে। বাংলাদেশের ১৬কোটি জনসংখ্যার ৬০ শতাংশই গ্রামাঞ্চল এবং প্রান্তিক পর্যায়ে বসবাস করে। বর্তমানে প্রায় ১০কোটি জনগণ ইন্টারনেট সেবা গ্রহণে সুবিধাবঞ্চিত এবং এই হার গ্রাম পর্যায়ে অধিকতর বিদ্যমান। যেহেতু শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের ব্যবহারকারীদের ক্রয়ক্ষমতা অনেকাংশেই কম, ব্যক্তিমালিকানাধীন অন্যান্য মোবাইল অপারেটররা এই সকল প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ব্যবসায়িক ও মুনাফা বিবেচনায় নেটওয়ার্ক বিস্তারের মাধ্যমে মোবাইল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদান করতে অনেকাংশেই অনিচ্ছুক। এতে করে গ্রাম পর্যায়ে গ্রাহকরা শহরের ন্যায় অত্যাধুনিক মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা গ্রহণ হতে বঞ্চিত হয়, জনসাধারণের মধ্যে তথ্য এবং যোগাযোগের অসম-বন্টন সৃষ্টির মাধ্যমে ডিজিটাল বৈষম্য তৈরি করছে।

প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রধানত গ্রাম পর্যায়ে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং অত্যাধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধাপ্রাপ্তিতে অধিকতর

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উচ্চগতির ৪জি মোবাইল ব্রডব্যান্ড/ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে দেশের আপাম টেলি-ডেনসিটি ও ইন্টারনেট ডেনসিটি হার ত্বরান্বিত হবে। গ্রামীণ পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষা হতে জানা যায়, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রতি ১০% টেলিডেনসিটি বৃদ্ধি জাতীয় জিপিপি ১.৩৮% শতাংশ বৃদ্ধি করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে টেলিটকের মার্কেট কার্যক্রমের প্রসার ও রিটেইলার নিয়োগের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের কারণেও গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি প্রশাসনিক আদেশ জারির অপেক্ষমান আছে



লাহোরে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করছেন শেখ মুজিবুর রহমান (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬)।



সিলেট জজ কোর্ট থেকে জামিন লাভের পর মেইল ট্রেনে করে যাচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান (২৩ এপ্রিল, ১৯৬৬)



সত্তরের ঐতিহাসিক নির্বাচনে নিজের ভোট প্রদান করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭০)



কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিটিআরসি-র ভূমিকা

কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের সকল দেশ অর্থনৈতিক সূচকের যে অবস্থানেই থাকুক না কেন বিভিন্ন ধরনের নিত্য অপরিহার্য সম্পদের সম্মুখীন হয়েছে। দূর হতে কাজ করা, অধিক ভিডিও স্ট্রিমিং এবং বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব দ্রুত আধুনিক সমাজের প্রাণরস হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশও চিত্রটি একইরূপ। বৈশ্বিক মহামারির এই সময়ে 'ডিজিটাল অবকাঠামো' বা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, 'টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো' বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্যই আশির্বাদরূপে আবির্ভূত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ করা গিয়েছে যে, যে সকল দেশের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো যতবেশি সুসংগঠিত সে সকল দেশ কোভিড-১৯ মহামারির এই প্রকোপ মোকাবিলায় ততবেশি সফল। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোভিড-১৯ নিঃসন্দেহে একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হলেও টেলিকম অপারেটরদের জন্য এটি একটি সুযোগ, যার মাধ্যমে তারা সমাজকে এই অভূতপূর্ব বিপর্যয় থেকে অধিক শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হতে সাহায্য করতে পারে। কোভিড-১৯ পরবর্তী যুগে এই খাতে নানা সুযোগের সৃষ্টি হবে কেননা এই দুর্যোগের সময় বেশি বেশি মানুষ টেলিকম নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে এবং ডিজিটাল সেবার সাথে পরিচিত হয়ে উঠছে।

২০০৮ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে যে “রূপকল্প ২০২১” ঘোষণা করে তারই অংশ হিসেবে বর্তমানে সরকার কর্তৃক নির্মিত “টেলিযোগাযোগ সুপার হাইওয়ে”, কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে এ নজিরহীন লড়াইয়ে অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। “রূপকল্প ২০২১” এর আওতায় বিগত এক যুগ সময়কালে দেশের সর্বত্র ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মাণের ফলে, করোনাকালীন সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মাঝেও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন নাগরিক সেবা, স্বাস্থ্য-বিষয়ক জরুরি পরামর্শ ও সর্বোপরি নিয়মিত টেলিযোগাযোগ সেবা

প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ নির্বিশেষে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ঘর থেকেই তাদের নিয়মিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। লিখনের পরবর্তী অংশে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় কমিশনের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের একটি চিত্র উপস্থাপন করা হলো-

এসএমএস – এর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন

দেশের মোবাইল অপারেটর কর্তৃক কলার টিউন হিসেবে কোভিড-১৯ বিষয়ে বাংলাভাষায় স্বাস্থ্যবর্তী শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থা হতে কোভিড-১৯ বিষয় জনসচেতনতামূলক খুদে বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা



করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইইডিসিআর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ, এটুআই-সহ বিভিন্ন দপ্তরের এরূপ ১১টি খুদে বার্তা প্রায় ২০ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫৬ হাজার তিনশত বিয়াল্লিশটি মোবাইল নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে।

Sl. No.	Date of Circulation	Organization/ Institution	SMS Content	GP	BL	Robi	TeleTalk	Total
১	১৪/০৩/২০২০	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	করোনাভাইরাস প্রতিরোধে যেখানে সেখানে কফ ও থুতু ফেলবেন না। হাত দিয়ে নাক, মুখ ও চোখ স্পর্শ থেকে বিরত থাকুন। জরুরি প্রয়োজনে স্বাস্থ্য পরামর্শ পেতে ১৬২৬৩ অথবা ৩৩৩ নম্বরে কল করুন -স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।	1,088,716	586,026	13,919,639	875,542	16,469,923
২	১৫/০৩/২০২০	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	করোনাভাইরাস প্রতিরোধে হাঁচি ও কাশির সময়ে টিসু অথবা কাপড় দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলুন। জরুরি প্রয়োজনে স্বাস্থ্য পরামর্শ পেতে ১৬২৬৩ অথবা ৩৩৩ নম্বরে কল করুন। -স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।	1,088,740	1,176,949	8,602,434	851,121	11,719,244
৩	১৯/০৩/২০২০	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	করোনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে সম্প্রতি বিদেশ ফেরত এবং তাদের সংস্পর্শে আসা সকলকে ১৪ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। -স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	1,088,716	440,866	1,745,794	1,019,431	4,294,807
৪	২০/০৩/২০২০	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	করোনা প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে আপনার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করুন। নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে জেল বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। -স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	1,088,716	1,142,748	7,160,843	1,658,852	11,051,159
৫	২১/০৩/২০২০	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, জনসমাগম এড়িয়ে চলুন এবং যার যার অবস্থান থেকে করোনা মোকাবিলায় জাতিকে সহায়তা করুন। -স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	1,088,716	742,918	4,117,399	1,659,691	7,608,724



Sl. No.	Date of Circulation	Organization/ Institution	SMS Content	GP	BL	Robi	TeleTalk	Total
৬	২২/০৩/২০২০	বিআইডব্লিউটিএ	করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া নৌ-পথে যাতায়াত সীমিত করুন। যাত্রাপথে লঞ্চ সিস্টমারে প্রদত্ত স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মেনে চলুন -বিআইডব্লিউটিএ।	1,088,716	1,000,000	7,184,617	883,741	10,157,074
৭	২৪/০৩/২০২০	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রিয় অভিভাবক, করোনাভাইরাসে নিজেকে, পরিবারকে ও জাতিকে সুরক্ষিত রাখব। বাড়িতেই থাকব। জরুরি না হলে বাইরে যাব না। স্কুল বন্ধ থাকলেও শিশুদের পড়াশোনার যত্ন নেব। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।	1,088,716	2,000,000	2,210,367	1,876,227	7,175,310
৮	২৯/০৩/২০২০	A2I	আপনার শ্বাসকষ্ট, জ্বর বা কাশি থাকলে ডায়াল করুন *3332# বা ভিজিট করুনঃ http://corona.gov.bd	67,935,423	20,980,833	12,678,438	1,876,224	103,470,918
৯	১১/০৪/২০২০	A2I	দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে আপনার আশেপাশের করোনা লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে তাদের ফোন নম্বর SMS করুন ৩৩৩ নম্বরে।	10,661	59,563	220,227	24,154	314,605
১০	১৩/০৪/২০২০	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	“নিয়মিত মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম খাই- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই” -মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।	3,809,698	370,706	14,597,786	1,876,196	20,654,386
১১	১৪/০৪/২০২০	আইসিডিডিআর,বি	কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সম্ভাব্য বাড়তি রোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে আইসিডিডিআর,বি কে সহায়তা করুনঃ http://covid19.icddr.org/	3,809,698	1,000,000	11,352,317	778,177	16,940,192
Total number of SMS received by subscribers				83,186,516	29,500,609	83,789,861	13,379,356	209,856,342

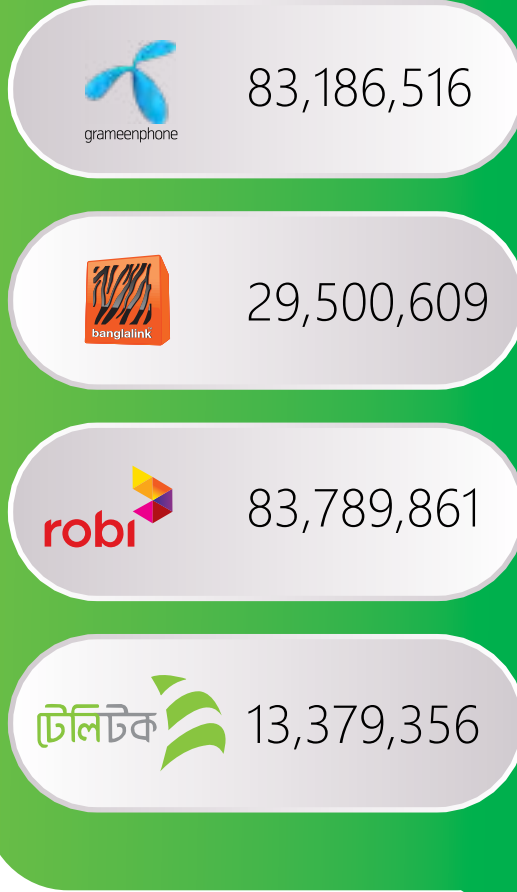


নিরবচ্ছিন্ন ও মান সম্পন্ন টেলিকমিউনিকেশন ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক বজায় রাখা

সরকার কোভিড-১৯ মহামারির বিস্তার নিয়ন্ত্রণে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন দেশের সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন ও মান সম্পন্ন টেলিকমিউনিকেশন ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক বজায় রাখা কমিশন বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরদের নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়:

- ১) সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মাঝেও, গ্রাহক স্বার্থ বিবেচনায় বাংলাদেশের আইএসপি এবং মোবাইল অপারেটর সমূহকে দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্ন ব্রডব্যান্ড পরিষেবা প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ২) গেটওয়ে অপারেটরদের আন্তঃঅপারেটর ট্র্যাফিক বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- ৩) টেলিযোগাযোগ সেবাকে জরুরি সেবার অধীনে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে নিয়োজিত কর্মীদের চলাচলে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- ৪) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সাথে জড়িত কলসেন্টার এবং জাতীয় পর্যায়ে জরুরি সেবা প্রদানে ব্যবহৃত কল সেন্টারগুলো যেন অধিকতর কল গ্রহণ করতে পারে সে জন্য এ সকল কল সেন্টারের কানেক্টিভিটি ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৫) সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন কলসেন্টার এজেন্টদের কলসেন্টারের পরিবর্তে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

Total number of SMS received by subscribers from different Operators



৬) নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ পরিষেবাগুলি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বকেয়া পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এমএফএস এর মাধ্যমে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান

সরকার কোভিড-১৯ মহামারির বিস্তার নিয়ন্ত্রণে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নিম্নআয়ের পরিবারসমূহকে ঈদ উপলক্ষ্যে আড়াই হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আড়াই হাজার টাকা প্রণোদনা যেন প্রকৃত করোনা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পেয়ে থাকে সে জন্য অর্থ বিভাগের অনুরোধে কমিশন থেকে করোনা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে রেজিস্টার্ড ফোন নম্বর যাচাই করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও কমিশনের যথাযথ পদক্ষেপের কারণে করোনাকালীন সময়ে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে সাধারণ জনগণ বাসার বাইরে না গিয়েও মোবাইল ব্যালেন্স রিচার্জ, বেতন গ্রহণ, অর্থ লেনদেন, কেনাকাটা ও বিল পরিশোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হতে অসত্য তথ্য সম্বলিত লিংক

কোভিড-১৯ কে পূঁজি করে কিছু অসৎ ব্যক্তি, গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রতিনিয়ত ভূয়া, অসত্য, ও উস্কানিমূলক তথ্য ফেইসবুক, ইউটিউব-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে প্রচার করছে। ফলে সরকার,

রাষ্ট্র এমনকি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনাকাঙ্ক্ষিত সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন। এহেন পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ সকল মিথ্যা তথ্যের লিংক সম্পর্কে বিটিআরসিকে অবহিত করলে বিটিআরসি ফেইসবুক, ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠানের নিকট উক্ত লিংক সরিয়ে ফেলার অনুরোধ করে থাকে। দেশে কোভিড-১৯ এর বিস্তারের পর গত ২৩শে মার্চ ২০২০ তারিখ হতে গত ১৩ই মার্চ ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ফেইসবুক এর নিকট এ ধরনের মিথ্যা/ অসত্য তথ্যের ৬৮১টি লিংক সরিয়ে ফেলার অনুরোধ জানানো হয় তন্মধ্যে ১১৮টি লিংক ফেইসবুক সরিয়ে নেয় যা মোট অভিযোগের ১৭.৩৩%। ইউটিউব এর নিকট এ ধরনের ২৩টি লিংক সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয় কিন্তু দুঃখজনক বিষয় যে প্রতিষ্ঠানটি এর একটিও সরায়নি। এছাড়া দেশিয় ২০টি লিংক সরিয়ে ফেলার বিষয়ে ডিওটকে অনুরোধ জানানো হলে ২০টি লিংকই সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

“সুরক্ষা” সফটওয়্যারের সফল বাস্তবায়ন

কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচিতে “সুরক্ষা” সফটওয়্যারে OTP-এর মাধ্যমে সফলভাবে রেজিস্ট্রেশন এবং পরবর্তীতে নোটিফিকেশন পাঠানোর জন্য সকল মোবাইল অপারেটর

এবং এস এম এস এগ্রিগেটর হিসেবে SSL Wireless সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কাজ করেছে। দেশের মানুষের স্বার্থে সরকারের এই মহান উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করায় সকল মোবাইল অপারেটর এবং SSL Wireless এর এই টেকনোলজি সাপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

করোনাকালীন মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রম

বিগত ২০২০ ও ২০২১ সালে কোভিড মহামারির সময়ে সম্মুখসারির চিকিৎসকদের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য দেশের মোবাইলফোন অপারেটর কর্তৃক স্বল্প খরচে পর্যাপ্ত ডাটা বান্ডেল দেওয়ার বিষয়ে কমিশন থেকে অনুমোদন প্রদান করা হয়। এছাড়াও কমিশনের অনুমোদনক্রমে নিম্নআয়ের গ্রাহকদের টেলিকম নেটওয়ার্কে সংযুক্ত রাখার জন্য মোবাইলফোন অপারেটর কর্তৃক নিখরচায় ডেটা এবং ভয়েস মিনিট বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কোভিড মহামারির সময়ে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে আটকে পড়া বিদেশি নাগরিকদের সিম সংযোগের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বিটিআরসি থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বিষয়	বাংলালিংক		গ্রামীণফোন		রবি	
	হার	কতজনকে দেয়া হয়েছে	হার	কতজনকে দেয়া হয়েছে	হার	কতজনকে দেয়া হয়েছে
১) কোভিড মহামারির সময়ে সম্মুখসারির চিকিৎসকদের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য স্বল্পখরচে পর্যাপ্ত ডাটা বান্ডেল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।	ডাটা বান্ডেলের মূল্য=	প্রযোজ্য নয়	১টাকায় ৩০জিবি ৩০ দিন	১৮৩২০	বিনামূল্যে ৩০জিবি ৬ মাসের জন্য	৪১৩৯



বিষয়	বাংলালিংক		গ্রামীণফোন		রবি			
	হার	কতজনকে দেয়া হয়েছে	হার	কতজনকে দেয়া হয়েছে	হার	কতজনকে দেয়া হয়েছে		
২) কোভিড মহামারির সময়ে নিম্নআয়ের গ্রাহকদের টেলিকম নেটওয়ার্কে সংযুক্ত রাখার জন্য নিখরচায় ডেটা এবং ভয়েস মিনিট বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	২০২০	প্রতিজনকে কত ডাটা দেওয়া হয়েছে= ৫০ এমবি ফ্রি প্রতিজনকে কত মিনিট দেওয়া হয়েছে= ১০ মিনিট ফ্রি	১২১,০০০	২০২০	প্রতিজনকে কত ডাটা দেওয়া হয়েছে= ৫০ এমবি ফ্রি প্রতিজনকে কত মিনিট দেওয়া হয়েছে= ১০ মিনিট ফ্রি	১০,৩৮২,৫২৭	প্রতিজনকে কত ডাটা দেয়া হয়েছে= ৫০ এমবি ফ্রি প্রতিজনকে কত মিনিট দেওয়া হয়েছে= ১০ মিনিট ফ্রি	১২,৭৯,৯৪৪
	২০২১	প্রতিজনকে কত ডাটা দেওয়া হয়েছে= ১০০ এমবি ফ্রি প্রতিজনকে কত মিনিট দেওয়া হয়েছে= ১০ মিনিট ফ্রি	৩৬,৪৯৯	২০২১	প্রতিজনকে কত ডাটা দেওয়া হয়েছে= ৫০ এমবি ফ্রি প্রতিজনকে কত মিনিট দেওয়া হয়েছে= ১০ মিনিট ফ্রি	৯৯৪৪০৭৭		
৩) কোভিড মহামারির সময়ে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে আটকে পড়া বিদেশি নাগরিকদের সিম সংযোগের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বিটিআরসি নির্দেশনা প্রদান করেছে।		প্রথম দফায় ২ মাস পরবর্তীতে আরও ১ মাস	১৫৭৩	প্রথম দফায় ২ মাস পরবর্তীতে আরও ১ মাস	৫১১৩	প্রথম দফায় ২ মাস পরবর্তীতে আরও ১ মাস	১৭৫৭৭	





“ মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে। ”



ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ক নির্মাণে বিটিআরসি

মোস্তাফা জব্বার



ডিজিটাল সংযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল মহাসড়ক নির্মাণ হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রথম ও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। একইভাবে ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ভাবন, উৎপাদন ও রপ্তানি এবং ডিজিটাল ডিভাইসের সহজ লভ্যতা নিশ্চিতকরণ ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য আরও একটি অপরিহার্য বিষয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এসব ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নয় এই খাতটির উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশব্যাপী সম্প্রসারিত উচ্চগতির বিস্তীর্ণ ডিজিটাল সংযুক্তির পথ বেয়ে ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। ডিজিটাল কর্মসূচির অভাবনীয় সাফল্য, অর্জন ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এখন বাস্তবতা। জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার



স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয়দীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে ২০০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর নির্বাচনী ইশতেহারে জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এগিয়ে যাওয়ার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দিন বদলের সনদ এর অংশ হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচি শত শত বছরের পশ্চাদপদতা অতিক্রম করে গত ১৩ বছরে লাঙল জোয়ালের বাংলাদেশকে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার দারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয়-এর দিকনির্দেশনায় টেলিযোগাযোগ বিভাগের নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মহাসড়ক তৈরিতে বিটিআরসি-র অবদান অপরিসীম। বস্তুত এই সংস্থাটি এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থান করে।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির পুণর্গঠনের পাশাপাশি ড. কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন, কারিগরি শিক্ষা প্রসার, ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, টিঅ্যান্ডটি বোর্ড গঠন, আইটিইউ ও ইউপিইউ-র সদস্য পদ অর্জন এবং বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজ বপন করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর বপন করা এই বীজটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে চারা গাছে রূপান্তর করেন। এই সময়ে তার গৃহীত পদক্ষেপের ফলে কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোন মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে যায়। দেশে কম্পিউটার প্রোগ্রামার তৈরিতে তাঁর গৃহীত উদ্যোগের ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। দেশে ভি-স্যাটের মাধ্যমে ইন্টারনেট চালুর ফলে প্রযুক্তি বিকাশ ও ব্যবহারের দ্বার উন্মোচিত হয়। সবজি বিক্রোতা থেকে শুরু করে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে মানুষ এর সুফল পাচ্ছে। বিশ্বে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ধারণাটি প্রকাশিত হওয়ার আট বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ঘোষণা করে পৃথিবীতে

প্রথম ডিজিটাল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় অতীতের শত শত বছরের পশ্চাদপদতা অতিক্রম করে বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল প্রযুক্তিতে উন্নত বিশ্বের সমান্তরালে চলার সক্ষমতা অর্জন করেছে। এর ফলে কোভিড অতিমারিতেও আমরা আমাদের জীবনধারা কেবল সচলই রাখিনি আমরা প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশ্বে দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।

জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্য
সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর
লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের
প্রত্যয়দীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে ২০০৮
সালের ১২ই ডিসেম্বর নির্বাচনী
ইশতেহারে জননেত্রী শেখ হাসিনা
ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে
এগিয়ে যাওয়ার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন
দিন বদলের সনদ এর অংশ
হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ
কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ প্রণয়নের ধারাবাহিকতায় বিটিআরসি-র পথচলা শুরু। সেই সময় দেশে সেলুলার নেটওয়ার্কের মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ২০

লাখ এবং ফিক্সড নেটওয়ার্কের গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ লাখ। বলা প্রয়োজন ১৯৯৬ সালে সেলুলার নেটওয়ার্কের গ্রাহক সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ হাজার এবং ফিক্সড নেটওয়ার্কের গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৩০ লাখ, যা ২০০০ সালে যথাক্রমে ২০ লাখ এবং ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা ৫০ লাখে উন্নীত হয়। ২০০৬ সালে দেশে মোবাইল সিম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল এক কোটি, বর্তমানে তা ১৮ কোটি অতিক্রম করেছে। ২০০৮ সালে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার যে স্বপ্ন ছিল গত ১৩ বছরে তার অনেকেংশই পূরণ হয়েছে। বর্তমানে শতভাগ মানুষের হাতের নাগালে মোবাইল ফোন এবং শতভাগ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায়। সে সময় ইন্টারনেটের গ্রাহক ছিল মাত্র ৮ লাখ, বর্তমানে যার সংখ্যা ১২ কোটি ৯২ লাখ। টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত লাইসেন্স ছিল যেখানে ৬০৮টি, বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তার পরিমাণ ৩,৩৯৬ টিতে উন্নীত হয়েছে। এখন স্মার্টফোন ব্যবহার করছে প্রায় ৫.৯২ কোটি গ্রাহক। অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। দেশের অতি দুর্গম ১২০টা ইউনিয়ন ব্যতীত বাকি ইউনিয়নগুলোতে উচ্চগতির ফাইবার অপটিক ক্যাবল সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আমরা আশা করি এসব ইউনিয়নেও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে পারব। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, হাওড়, বিল, চর, পাহাড়, উপকূলীয় ও দ্বীপ এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশে ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন ও রপ্তানি শুরু হয়েছে। সারা দেশকে ফোর জি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ২০শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনটি মোবাইল কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে দেশে মোবাইল ফোন সাধারণের নাগালে পৌঁছে দেন ও ভি-স্যাটের মাধ্যমে দেশে ইন্টারনেট সেবার দ্বার উন্মোচিত করেন। কম্পিউটার সহজলভ্য করতে ভ্যাট ট্যাক্স প্রত্যাহার এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ড.

জামিলুর রেজার নেতৃত্বে টাস্কফোর্স গঠন এবং গঠিত টাস্কফোর্সের ৪৫টি সুপারিশের মধ্যে ২৮টি সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের প্রকল্প গ্রহণ, কম্পিউটার প্রযুক্তি শিক্ষা সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় মাইলফলক হয়ে থাকবে।

মোবাইল ফোন ও নেটওয়ার্ক এখন মানুষের জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। বর্তমানে মোবাইল ফোনের বাজারের ৬৩ ভাগই দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। মোবাইল ফোন এবং এর বিভিন্ন অ্যাপস-এর ব্যবহার, উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ওভার দ্যা টপ (ওটিটি) অ্যাপস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্যাটেলাইটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি দেশের জনগণের জীবনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। মোবাইল ফোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুণগত মান সঠিক রাখা ও অন্যান্য সহায়তার জন্য আজ বাংলাদেশ মোবাইল উৎপাদক থেকে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য সবার কাছে মানসম্মত, নিরাপদ ও সুলভ মূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করা। এদেশের মেধাবী, তারুণ্যদীপ্ত ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল-সহ প্রতিটি গ্রাম ডিজিটাল গ্রামে রূপান্তর প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরে বসেই তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নিচ্ছে প্রান্তিক মানুষ, ঘরে বসে পাচ্ছে টেলিমেডিসিন সেবা, সেই সাথে শহরের ন্যায় গ্রামেও ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্প্রসারণ হয়েছে। দেশে মোবাইল প্রযুক্তিকে আরও সুরক্ষিত করতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে (আঙুলের ছাপ) সিম নিবন্ধনের পাশাপাশি মোবাইল হ্যান্ডসেট নিবন্ধনের জন্য চালু হয়েছে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর)। এতে সিম ও মোবাইল হ্যান্ডসেট নিবন্ধন পূর্ণাঙ্গভাবে ডিজিটাইজড হয়েছে। এসবের ফলশ্রুতিতে সাইবার অপরাধ প্রবণতা কমার পাশাপাশি অবৈধ হ্যান্ডসেট বন্ধের ফলে সরকারের রাজস্ব

আয় বৃদ্ধির পথ তৈরি হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডে বিটিআরসি অসাধারণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

এক দেশ এক রেট

বিটিআরসি এরই মাঝে প্রচলন করেছে এক দেশ এক রেট। সারাদেশের জন্য একই মূল্যে চালু হওয়া এই সেবা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ইন্টারনেকে সকলের আয়ত্বের মাঝে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের ইন্টারনেটের বিকাশের ক্ষেত্রে এক দেশ এক রেট একটি মাইলফলক কাজ। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ দাবি করে আসছিলাম যে সারা দেশে ইন্টারনেটের একই দাম থাকবে। সেই সূত্র ধরেই বিটিআরসি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত সকল পক্ষের সাথে আলোচনা করে এক দেশ এক রেট চালু করে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে ইন্টারনেটের যে হার ছিল প্রতি এমবিপিএস ২৭ হাজার টাকা এই রেট চালু হবার ফলে সেটি ৬০ টাকায় নেমে এসেছে। এই যুগান্তকারী ব্যবস্থাটি প্রচলন করার জন্য বিটিআরসি অবশ্যই পুরো দেশবাসীর কাছে অতি আদরনীয় একটি সংস্থার মর্যাদা পেল।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ, তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ স্থাপন এবং ফাইভজি চালুর বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ২০২১ সালের ১২ই ডিসেম্বরে ফাইভজি যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। এর ফলে চতুর্থ বা পঞ্চম শিল্পবিপ্লবে আসবে গতি। আস্থা বাড়বে বিনিয়োগেও। জীবন ধারায় দেখা দেবে আমূল পরিবর্তন। প্রয়োজনীয় যে-কোনো চাহিদার বিপরীতে কাজ করবে প্রযুক্তি। সব মিলিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের মহাসড়ক হবে

এই ফাইভজি নেটওয়ার্ক। চলছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ২ এর কাজ। গত ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২২ এই বিষয়ে রাশিয়ার সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিতও হয়েছে। দেশের প্রথম স্যাটেলাইটের মাধ্যমে স্যাটেলাইট নির্ভর সম্প্রচার ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করে। অন্যান্য প্রকৃতি ও ধরনের স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ডিজিটাল সংযুক্তির সক্ষমতা তৈরি সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -২ জাতীয় জীবনের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হতে যাচ্ছে।

কুয়াকাটায় দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের পর দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বহুল প্রত্যাশিত তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সি-মি-উই -৬ কনসোর্টিয়ামের সাথে কনস্ট্রাকশন এন্ড মেইনটেনেন্স এগ্রিমেন্ট এবং কনসোর্টিয়ামের সরবরাহকারীগণের সাথে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়ার আনুষ্ঠানিক এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০০৬ সালের প্রথমার্ধে দেশে প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল কমিশনিং করা হয়। ২০২৪ সাল নাগাদ দেশে ৬০০০ জিবিপিএস-এরও বেশি আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বিএসএনএল এর নিকট ১০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ রফতানির জন্য নতুন করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া বিএসসিসিএল দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের পশ্চিম দিকের তথা ইউরোপের দিকের অব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথ দীর্ঘমেয়াদে লিজ দেয়ার জন্য সৌদী আরব ও ফ্রান্সের সাথে দুটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, মালয়েশিয়ার সাথে এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৮ সালে বিশ্ব যখন ফাইভজি প্রযুক্তি নিয়ে ভাবছে বাংলাদেশ সেই বছরই এই প্রযুক্তি পরীক্ষা সম্পন্ন



করেছে। ২০১৮ সালের ২৫শে জুলাই প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগবিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ দেশে ফাইভজি-র সফল এই পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এর আগে ২০১৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ফোরজি বেতার তরঙ্গ নিলাম এবং একই বছর ২০শে ফেব্রুয়ারি মোবাইল অপারেটরদের ফোরজি লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে ফোরজি সেবা চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১২ই ডিসেম্বর ফাইভজি যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। ফাইভজি প্রযুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো। ফাইভজি প্রযুক্তি হচ্ছে একটি শিল্প পণ্য। আগামী দিনের প্রযুক্তি এআই, রোবটিক্স, আইওটি, বিগডাটা কিংবা ব্লকচেইনের যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা মৎস্য ও কৃষির জন্য ফাইভ জি অপরিহার্য। এমনকি শিল্প কারখানায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও ফাইভজি ছাড়া বিনিয়োগ করবে না। এজন্য প্রাথমিকভাবে দেশের পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ফাইভজি সংযোগ দেওয়ার জন্য বিটিসিএল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা

ডিজিটাইজেশনের প্রসারের পাশাপাশি ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সহ সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য এখন বড়ো একটি চ্যালেঞ্জ। সে সংকটও অতিক্রম করতে আমরা কাজ করছি। ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রণয়ন ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত

করার জন্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এই আইনের আওতায় একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি গঠন করা হয়েছে। তবে এই আইনের আওতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিটিআরসি। বিটিআরসির মাধ্যমে ২২ হাজার পর্ন সাইট ও ৬ হাজার জুয়ার সাইট বন্ধ করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস, রাষ্ট্রবিরোধী, মানহানিকর, অশ্লীল বা জুয়ার উপাত্ত থাকে তা অপসারণেও বিটিআরসি অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

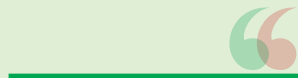
ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে প্রেরণাদায়ী এক দর্শন। এই কর্মসূচি দুর্বীর গতিতে এগিয়ে যাওয়ার সোপান। ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উপযোগী মানব সম্পদ সৃষ্টি, ডিজিটাল প্রযুক্তির আধুনিক সংস্করণের সাথে জনগণের সেতুবন্ধন তৈরি সরকারের লক্ষ্য।

২০৪১ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের বিশটি উন্নত দেশের কাতার সামিল হবে। সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণের এ অভিযাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নিরন্তর এ পথ চলা আরও গতিময় হোক, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা হোক আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২২- লেখক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, লেখক, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর চেয়ারম্যান- সাংবাদিক, বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার এর জনক। ই-মেইলঃ mustafajabbar@gmail.com; www.bijoyekushe.net; www.bijoydigital.com



তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান



দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



বঙ্গবন্ধুর তথ্য প্রযুক্তি ভাবনা ও বাংলাদেশের স্যাটেলাইট

শ্যাম সুন্দর সিকদার



স্যাটেলাইটের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ তিনি ছিলেন দূরদর্শী বিজ্ঞানমনস্ক মহান নেতা। তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে একটি মর্যাদাপূর্ণ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেছিলেন যে, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগ বজায় রাখা ছাড়া দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি হয় এক নতুন উদ্দীপনা। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে নিত্য নতুন কর্মকাণ্ডের, বিশ্ব অর্থনীতি পায় অভূতপূর্ব গতি। মানবসভ্যতা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কেন্দ্রিক তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশের দুবছর পরেই পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হয়। তথ্যপ্রযুক্তির এই অপার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে যুগান্তরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। এ ক্ষেত্রে তাঁর দুইটি উদ্যোগ ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় এবং তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর। যার প্রথমটি হলো স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে আইটিইউর সদস্যপদ গ্রহণ। আর



দ্বিতীয়টি হলো ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়াতে দেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন। এর মাধ্যমে তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজ রোপণ করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট তৈরির প্রকল্প শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে। আমার সৌভাগ্য আমি এই স্যাটেলাইট নির্মাণ ও উৎক্ষেপণ প্রকল্পের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম। আমি এতে সংশ্লিষ্ট ছিলাম ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব হিসেবে।

বঙ্গবন্ধুর রোপিত বীজ থেকে জন্ম নেওয়া তথ্যপ্রযুক্তির চারাগাছটির বিকাশ ঘটেছে ১৯৯৬ সালে, যখন তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শেখ হাসিনা অবশ্য বলেছেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ এর ধারণাটি পেয়েছেন তিনি তার পুত্র তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের কাছ থেকে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে এবং ২০০৯ থেকে এখন অবধি দেশটির ডিজিটাল রূপান্তরের আর্কিটেক্ট হিসেবে সজীব ওয়াজেদ জয় অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন শেখ হাসিনা এবং আর্কিটেক্ট হলেন সজীব ওয়াজেদ জয়। তবে এসবের স্বপ্ন প্রথম দেখিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি স্বপ্ন দেখতে জানতেন এবং দেখাতেও জানতেন।

উল্লেখ্য, আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ এর ঘোষণা জাতির সামনে পেশ করেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। সেটা ২০০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর তার দলের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার সময়। সেই 'দিন বদলের সনদ' এর অংশবিশেষ ছিল এই রূপকল্প ২০২১। বাংলাদেশ



এখন ১২ই ডিসেম্বরকে জাতীয়ভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস হিসেবে পালন করে। ২৬শে নভেম্বর ২০১৮ মন্ত্রিসভায় দিনটিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস হিসেবে পালন করার জন্য অনুমোদন প্রদান করেছে।

মূলত বঙ্গবন্ধুর রচিত ভিত্তির উপর ভর করে ২০১৮ সালে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বাস্তুবসম্মত, যুগোপযোগী ও সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের পূর্ণতা পেয়েছে। মহাশূন্যে এখন বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বিচরণ করছে। আমাদের অহংকারের প্রতীক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। এটি এখন সেবা দিচ্ছে দেশের মানুষকে। দেশের সবকটি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ১৯শে মে ২০১৯ থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করছে। এছাড়াও এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম) সেবার সূচনা হয়েছে। তাছাড়া এই স্যাটেলাইট ব্যবহার করে টেলি-মেডিসিন, ই-লার্নিং বা ই-এডুকেশন, রেডিয়ো ট্রান্সমিশনের বাইরে থাকা দুর্গম পাহাড়ি, চরাঞ্চল ও দ্বীপে ফাইবার ক্যাবল স্থাপন ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবা প্রদান করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থাৎ বড়, বন্যা বা ভূমিকম্পে টেলিযোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বা ট্রান্সমিশন টাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মোট ৪০টি ট্রান্সপন্ডার এর মাধ্যমে ২০টি বাংলাদেশের জন্য এবং ২০টি দেশের বাহিরে ব্যবহার করার জন্য। এ ২০টি ট্রান্সপন্ডার লিজ বা ভাড়া প্রদান করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে। অর্থাৎ বর্তমানে যেখানে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে তার পরিবর্তে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সক্ষম। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার করে



বিটিভি ওয়ার্ল্ড-সহ দেশের সব কয়টি বেসরকারি টিভিচ্যানেল অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করার ফলে বিদেশি স্যাটেলাইটের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে এবং বিদেশি স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ প্রদেয় বিপুল বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় হচ্ছে। তাছাড়া স্যাটেলাইট টেকনোলজি ও সেবার প্রসারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দেশের বেকারত্ব কমিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ঐ সব সুবিধা গ্রহণের জন্য কাজ করেছে। স্পেস টেকনোলজি নিয়ে বাংলাদেশের ছাত্ররা পড়াশোনা এবং ব্যবহারিক জ্ঞান সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছে।

স্যাটেলাইট প্রকল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলের নিরলস পরিশ্রম শেষে বহুল প্রতীক্ষিত বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপিত হয়েছে। চূড়ান্ত দিনক্ষণ অনুযায়ী গত ১১ই মে ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বিকাল ৪:১৪ মিনিটে অর্থাৎ ১২ই মে ২০১৮ বাংলাদেশ সময় ভোররাত ২:১৪ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা কেইপ ক্যানাভেরাল-এ অবস্থিত লঞ্চপ্যাড LC-39A থেকে Falcon 9 লঞ্চ ভেহিকেল ব্যবহার করে এই স্যাটেলাইট মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য অরবিটাল স্পট

একটি প্রধান ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বাংলাদেশের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Space Partnership International (SPI) অরবিটাল স্পট অনুসন্ধান করে। এই অনুসন্ধানকালে ৪৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ১৩৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত আর্ক এর মধ্যে রাশিয়ার ইন্টারস্পুটনিক এর ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা অরবিটাল স্পট লিড/ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় এবং সার্বিক দিক বিবেচনায় প্রকল্পের কারিগরি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান SPI বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের জন্য ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ অরবিটাল স্পটটি উপযোগী হিসেবে সুপারিশ করে। কেননা এই অরবিটাল স্পটের মাধ্যমেই বাংলাদেশ তার প্রয়োজন অনুযায়ী ৪০টি ট্রান্সপন্ডার ক্ষমতা সম্পন্ন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হয়েছিল। অতঃপর ইন্টার স্পুটনিকের সাথে প্রথমে একটি “Non-Binding

MoU” স্বাক্ষর হয় এবং পরে মোট ২৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট তৈরির জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৯৬৮ কোটি টাকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২০০ কোটি টাকা কম ব্যয় করেই এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ও পরিচালনার জন্য টার্ন কি চুক্তির আওতায় ঢাকার অদূরে গাজীপুরে প্রাইমারি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন এবং রাঙামাটিতে সেকেন্ডারি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন করা হয়। Thales Alenia Space, France গাজীপুর ও বেতবুনিয়ায় গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনের মূল ভবন, ডরমেটরি বিল্ডিং ও ইউটিলিটি বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে। থ্যালাস কর্তৃক মোট ১৫টি লটে গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনের যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে আমদানি করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প টিমের তত্ত্বাবধানে থ্যালাস এর নিজস্ব দক্ষ প্রকৌশলীদের দ্বারা আমদানিকৃত যন্ত্রপাতিসমূহ Installation এর কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের ০৩ জন স্থানীয় পরামর্শক (Spectra International) গাজীপুর ও বেতবুনিয়া সাইটে অবস্থান করে নিয়মিতভাবে নির্মাণ কাজ তদারকি করেছেন। এছাড়া, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প টিম, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিটিআরসি, বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান SPI ধারাবাহিকভাবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি গ্রাউন্ড স্টেশন এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর নির্মাণ ও সকল পরীক্ষা সম্পন্ন হবার পর তা থ্যালাস এর Cannes Facility শিপিং কন্টেইনারে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণকারী প্রতিষ্ঠান Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), USA এর সাথে উৎক্ষেপণ তারিখের সমন্বয় করে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ গত ২৯শে মার্চ ২০১৮ তারিখে থ্যালাস এর Cannes Facility থেকে এটোনভ কার্গো বিমানে লঞ্চ ফ্যাসিলিটি ফ্লোরিডাতে প্রেরণ করা হয়। এপ্রিল ২০১৮ থেকে লঞ্চ ফ্যাসিলিটি ফ্লোরিডাতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে স্যাটেলাইট এর বিভিন্ন কারিগরি পরীক্ষা সম্পন্ন করে। স্যাটেলাইট ফুয়েলিং করা হয়, সেই সাথে চলতে থাকে Falcon 9 Launch Vehicle

স্যাটেলাইটের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ তিনি
ছিলেন দূরদর্শী বিজ্ঞানমনস্ক মহান নেতা।

Integration লঞ্চপ্যাডে পুনরায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সকল পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করে স্যাটেলাইটটিকে রকেটের ফেয়ারিং এর ভিতরে রাখা হয়। সবশেষে এটি রকেটের ২য় স্টেজের সাথে ইন্টিগ্রেশন করা হয়। Thales, SpaceX, SPI এবং স্যাটেলাইট প্রকল্প টিমের অংশগ্রহণে ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘ ১ মাসের কারিগরি কার্যাদি চলতে থাকে। SpaceX এর ফ্যাসিলিটিতে Launch Campaign সম্পন্ন করার পর কারিগরিভাবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় এবং SpaceX স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের দিন তারিখ ঘোষণা করে এবং উৎক্ষেপণ করা হয়। কারিগরি বিনির্দেশ ও চূড়ান্ত ডিজাইন অনুযায়ী “বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট” ১১৯.১ ডিগ্রি পূ.দ্রা. অরবিটাল লোকেশনে সফল তরঙ্গ সমন্বয় (Frequency Coordination) সাপেক্ষে সমগ্র বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরগিজস্তান, কাজাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশসমূহে কাভারেজের আওতাধীন রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বেতবুনিয়ায় এবং কালিয়াকৈরের এগিয়ে রাখা স্থানেই স্যাটেলাইটের গ্রাউন্ডিং স্টেশন স্থাপন করার কার্যক্রম থেকেই বুঝা যায়, বঙ্গবন্ধু কতটা প্রযুক্তিবান্ধব ভবিষ্যৎ চিন্তাপ্রসূত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন।

১৯৬৪ সালে পরমাণু শক্তি কমিশনে কম্পিউটার সংযোজনের মাধ্যমে উপমহাদেশের প্রথম কম্পিউটার আসে। এরপর আদমজী জুট মিল, হাবিব ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে গণনার কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করা ছাড়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই প্রযুক্তির কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ে বাংলাদেশকে বিনামূল্যে সি-মি-উই (SEA-ME-WE) নামক বিশ্বের বৃহত্তম সাবমেরিন ক্যাবললাইনে সংযুক্ত করার একটি প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু তৎকালীন বিএনপি সরকার সেই সুযোগটি হাতছাড়া করে। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার সরকার টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে SEA-ME-WE-4 এ যোগ

দেয় এবং সেটি চালু হয় ২০০৬ সালের মে মাসে। সুতরাং ১৯৯১-১৯৯৫ সালের বিএনপি সরকার তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশটাকে ১৪ বছর পিছিয়ে দেয়। তবে সার্বিক বিবেচনায় প্রকৃত ডিজিটাল বিপ্লব দৃশ্যমান হয় জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন। তিনি তাঁর নিজ দলে কম্পিউটার প্রচলন করেন ১৯৯১ সালে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তিনি ডিজিটাল বার্তা সংস্থা (আনন্দপত্র বাংলা সংবাদ বা আবাস) ব্যবহার করেন। ১৯৯৭ সালে ১ টির পরিবর্তে ৪ টি কোম্পানিকে মোবাইল যোগাযোগ প্রদানের লাইসেন্স প্রদান করে মোবাইলের মনোপলি ভাঙেন, ১৯৯৮/১৯৯৯ সালের বাজেটে শেখ হাসিনা কম্পিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করেন, অনলাইন ইন্টারনেটকে সচল করেন ও দেশে বছরে দশ হাজার প্রোগ্রামার তৈরির নির্দেশনা প্রদান করেন।

সেই সময়ে তিনি বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার রপ্তানির উপায় উদ্ভাবনের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করে ৪৫টি সুপারিশ নিয়ে তার ২৮টি বাস্তবায়ন করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের কারণে সেই উদ্যোগ পরিত্যক্ত হয়, যা ২০০৯ সালের পর আবার সক্রিয় হয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৫৭তম নিজস্ব স্যাটেলাইট পরিচালনাকার গর্বিত সদস্য দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

প্রাসঙ্গিকভাবেই একটা প্রশ্ন আসে যে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় এই তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি এখন কোনো পর্যায়ে রয়েছে? ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ঘোষিত হলেও এই জার্নি শুরু হয় ২০০৯ সালে জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন করে। তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিকনির্দেশনা মতে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা শুরু হয়। ২০১১ সালে নতুন করে সৃষ্টি হয় আইসিটি মন্ত্রণালয়সহ তার অধীনস্থ অন্যান্য

সংস্থা ও দপ্তর। শুরু হয় দেশের জনবল প্রশিক্ষণ, তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামো নির্মাণ, কানেক্টিভিটি স্থাপন, কর্মসংস্থানের জন্য আইটি পার্ক তৈরি এবং ডিজিটাল সেবা প্রদানের জন্য ই-গভর্ন্যান্স চালুকরণ। সময়ের বিবেচনায় বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রগতি বিস্ময়কর এবং সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ।

আমাদের একটি বৃহৎ জনসংখ্যা আছে যার ৬৫% তরুণ (১৮ থেকে ৩৫ বছর), প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় এটা আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট। ইতোমধ্যে আমাদের দেশে মোবাইল ব্যবহারকারী সতেরো কোটির অধিক, ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বারো কোটির অধিক, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী পাঁচ কোটির অধিক। আমাদের দেশে ফ্রি-ল্যান্সার আছে ছয় লক্ষের মতো। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ৫৭০০টি, যেখান হতে একশ ধরনের ই-সেবা দেওয়া সম্ভব। সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। তা এখন বাস্তবায়িত। ২০২১ সালের মধ্যে দুই মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পাঁচ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এক মিলিয়ন লোক আইটি খাতে কাজ করছে। ২০২১ সালে ‘একদেশ একরেট’ ঘোষণার মাধ্যমে সারাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের মূল্য ৭০-৮০% কমানো হয়েছে এবং শহর ও গ্রামের মানুষের মধ্যে ব্যবহার বৈষম্য দূর হয়েছে।

দেশের ১৮৪৩০টি সরকারি অফিস এবং ৪৫৪৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় ও পাঁচশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্যাবল সংযোগ দিয়ে ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশে এখন ২৪০০ জিবিপিএস এর মতো ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল লাইন (সি-মি-উই-৫) স্থাপন করে আমাদের সক্ষমতা আগের চাইতে ১৮০০ জিবিপিএস বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম সাবমেরিন লাইনে ছিল মাত্র ৩০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ। সরকারের হাতে এখন তিনটি ডাটা সেন্টার রয়েছে, যার একটি ফোর টিয়ার

ডাটা সেন্টার। উল্লেখ্য, বিশ্বে মাত্র ৯৩টি ফোর টায়ার ডাটা সেন্টার আছে, তন্মধ্যে বাংলাদেশের একটি। দেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩০০০০ এর অধিক ক্লাসরুমকে ডিজিটাল ক্লাসরুম করা হয়েছে এবং প্রায় ৭০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ল্যাব (শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব-সহ) আছে। এর মধ্যে আবার কয়েকটি খুব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যাব যেমন-সফটওয়্যার টেস্টিং ল্যাব, ফরেনসিক টেস্টিং ল্যাব, রোবোটিক ল্যাব ইত্যাদি রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২১টি পাঠ্য-পুস্তকের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক উপজেলা এবং জেলা প্রশাসন কার্যালয়, পিটিআই, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরগুলোতে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সরকার ২৮টি আইটি পার্ক নির্মাণ করছে, যার মধ্যে যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ও কাওরান বাজারে জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার পার্ক চালু হয়েছে। কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন। এটি সম্পন্ন হলে এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হচ্ছে ইনকিউবিশন সেন্টার ও আইটি পার্ক। সরকারি উদ্যোগে জনবল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে আট লক্ষাধিক। ২০১৮ সালে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। দেশের ৮৫০০টি ডাকঘরের ই-পোস্ট অফিস করা হয়েছে। পোস্টাল ক্যাশ কার্ড দিয়ে বৃদ্ধভাতা, বিধবাভাতা

এবং ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়। এছাড়াও আরও অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকারি অনেক অফিসের কাজকর্ম অটোমেটেড করা হয়েছে, ফলে জনসাধারণের সেবা পাওয়া অনেক সহজ হয়েছে। এই ডিজিটাইজেশনের ফলে দেশের দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে এবং গড় আয় বৃদ্ধি পেয়ে এখন তা হয়েছে ২০৬৪ মার্কিন ডলার।

এই সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ অনেকগুলো আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। যেমন-২০১০ সালে ‘অ্যাসোসিও মাল্টিমিডিয়াটারেল ট্রেড ডিজিট ২০১০’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে “ডিজিটাল বাংলাদেশ” বিনির্মাণের অনন্য সাধারণ কার্যক্রমের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে “অ্যাসোসিও আইটি অ্যাওয়ার্ড” তুলে দেয়া হয়। আইসিটি-খাতে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের কোনো সরকার প্রধান হিসেবে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই বিরল সম্মাননা প্রদান করা হয়। ইতোপূর্বে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যে ক’জন সরকার প্রধান এ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন, তারা হলেন ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ার ড. মাহাথির মোহাম্মদ, ২০০২ সালে থাইল্যান্ডের ড. থাকসিন সিনাওয়াত্রা এবং ২০০৩ সালে ভিয়েতনামের মি ফেন ভ্যান খই। বাংলাদেশ আরও পেয়েছে সাউথ সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড ২০১৪, ডব্লিউআইটিএসএ পুরস্কার ২০১৪, ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার ২০১৪, ২০১৫ ও ২০২১, আইসিটি পুরস্কার ২০১৫ এবং আরও অনেক পুরস্কার।

বাংলাদেশের আগে অন্য কোনো দেশ বা শেখ হাসিনার আগে কোনো রাষ্ট্রনায়ক দেশের সঙ্গে ডিজিটাল শব্দটি ব্যবহার করেননি। স্মরণ করা উচিত যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ঘোষণার পর ব্রিটেন

২০০৯ সালের ২৯শে জানুয়ারি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালের ১৫ই আগস্ট নিজেদের দেশকে ডিজিটাল দেশে রূপান্তরের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ভারতের পর নেপাল সরকারও ডিজিটাল নেপাল বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা হাতে নেয়। অথচ আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, যা ২০০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ ঘোষণার সময় অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেনি।

থাইল্যান্ড শিল্পবিপ্লব ৪.০, জার্মানি শিল্পবিপ্লব ৪.০, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ডিজিটাল শিল্পবিপ্লব, জাপান সোসাইটি ৫.০ ঘোষণা-সহ এখন বিশ্বের সব দেশ ইলেকট্রনিক, ইউবিকুটাস বা ডিজিটাল শব্দ দিয়ে তাদের ডিজিটাল যুগের কর্মসূচি প্রকাশ করছে। বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। এই বিপ্লবটি হবে মূলত ইন্টারনেট অব থিংস বা আইওটির মতো বিষয়গুলোর মাধ্যমে। এছাড়া থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগডাটা, ব্লক চেইন, স্বয়ংক্রিয় চালিত গাড়ি, ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং, ন্যানো টেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, শক্তি সঞ্চয় কিংবা কোয়ান্টাম কম্পিউটিং প্রভৃতি বিষয়গুলোর ব্যাপক প্রসার। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বিশ্ব-অর্থনৈতিক ফোরাম যেমন করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে গুরুত্ব দিচ্ছে, তেমনি বিশ্বতথ্যসংঘ সমাজ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে।

আমরা বাংলাদেশের জনগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার সংগ্রাম করছি বলেই প্রযুক্তি ও সভ্যতায় পিছিয়ে থাকতে পারি না। একান্তরই রক্ত দিয়ে যে দেশটাকে আমরা গড়েছি সেই দেশটা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ হবে- এটিই জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল। তাইতো একবিংশ শতাব্দীর



চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সর্বোচ্চ সুফল পেতে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও বঙ্গবন্ধুর প্রযুক্তিমনস্ক দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরিকল্পনায়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ” গঠনের স্বপ্ন আজ নিরেট বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সেই নিরেট বাস্তবতার এক অনন্য উদাহরণ। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। কিন্তু চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে যাওয়ার জন্য আমাদের আগে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ আমাদের ভিতরে অনেকেরই নেতিবাচক মনোভাব কিংবা সরাসরি বললে বিরোধিতা করার মনোভাব বিদ্যমান। এজন্য আমাদেরকে অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শনকে আদর্শ মেনে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ও মহাকাশ বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে। তবেই দেশ একবিংশ শতাব্দির সোনার বাংলায় পরিণত হবে।



ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে এনে দেশকে গড়া যাবে না। দেশের মাধ্যমেই পয়সা করতে হবে।





বাংলার রূপে মুগ্ধ বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান





স্মৃতির মণিকোঠা
থেকে
উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি



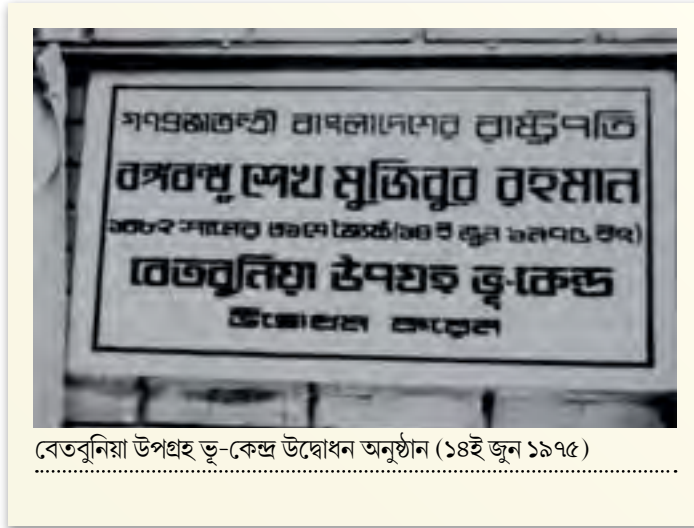
১৯৭৫ বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন



বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠান (১৪ই জুন ১৯৭৫)



বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠান (১৪ই জুন ১৯৭৫)



বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠান (১৪ই জুন ১৯৭৫)



১৯৯৭

গ্রামীণফোনের কার্যক্রম শুরু



২০২০১

অপটিক ফাইবার স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা



তথ্যসূত্র: সংবাদ, ২৭শে এপ্রিল ২০০১। পৃষ্ঠা-০৩।



২০২০০২

ওয়ার্কশপ অন লিগ্যাল অ্যাসপেক্টস অব রেগুলেশন ইন সাউথ এশিয়া



২০২০০৮

১ মিলিয়ন গ্রাহক অর্জন করায় একটেলকে বিটিআরসি-র সম্মাননা

দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ: ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৮

১০ লাখ গ্রাহক অর্জন করায় একটেলকে বিটিআরসি-এর সম্মাননা প্রদান

বোম্বাই সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান টি.এম. ইন্টারন্যাশনাল (বাংলাদেশ) প্রিভিটেড, একটেলের গ্রাহক সংখ্যা ১০ লাখ অতিক্রম করায় এর প্রশংসা করে সম্মাননা প্রদান করেছে বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)। ২১ ডিসেম্বর বিটিআরসি অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিটিআরসি চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্ভব মোর্শেদ টেলিকম মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল (টি.এম.আই)-এর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ক্রিস্টিয়ান দ্য ফারিয়ার হাতে সম্মাননা ক্রেট তুলে দেন।

ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ

দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ: ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৮

ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

সম্প্রতি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব কমিউনিকেশন স্টাডিজ এন্ড পাবলিক রিলেশনস আয়োজিত "ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা" বিষয়ক দু'সপ্তাহব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণার্থী আবদুল্লাহ মোঃ নাজিমকে সনদপত্র প্রদান করেন বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্ভব মোর্শেদ। এ সময় বিশেষ অতিথি মৈনিক ফররুপরের সম্পাদক পিয়াল কামাল চৌধুরী, বিআইসিএসপিআর-এর চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং নির্বাহী পরিচালক, মীর্জা তারেকুল কাদের উপস্থিত ছিলেন।



২০০৫

স্কয়ার গ্রুপ চেয়ারম্যান জনাব সামসন এইচ চৌধুরীর নিকট পিএসটিএন
লাইসেন্স হস্তান্তর



নতুন গ্রাহক ফর্ম চালুর নির্দেশ



বাংলালিংকের এক বছর পূর্তি



যুবক ফোনের কার্যক্রম উদ্বোধন



২০২০০৭

নবম SATRC সম্মেলন; তারিখ-১০-১৪ ডিসেম্বর ২০০৭



২০২০০৮

কলসেন্টার লাইসেন্স বিষয়ক গণশুনানি; বিটিআরসি-
১৯শে মার্চ, ২০০৮

তিন পার্বত্য জেলায় টেলিটকের মোবাইল নেটওয়ার্ক
উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ১৫ই মে ২০০৮



২০০৯ WTISD 2009



ফাইবার@হোম এর অনুকূলে এনটিটিএন লাইসেন্স প্রদান



বাংলা ডোমাইন, ICANN



WTISD, 2010



বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ (WTISD) দিবস ২০১০-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে
মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: জিল্লুর রহমান



‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান



'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্বোধনী অনুষ্ঠান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা “ডিজিটাল বাংলাদেশ : প্ল্যান অব কানেক্টিং পিপল্”
কর্মসূচীর সূচনা ঘোষণা করছেন ০২ মার্চ ২০১০



২০১১ WTISD 2011



২০২১২



বিএসসিসিএল এর আইআইজি ডেটা সেন্টার এর শুভ উদ্বোধন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এম.পি।



WTISD 2012



আইটিইউ এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলের আগমন



টেলিটকের থ্রিজি সার্ভিস চালু



১৪ অক্টোবর ২০২১
তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ
হাসিনা টেলিটক 3G
প্রযুক্তির মোবাইল সেবার
শুভ উদ্বোধন করেন।
.....



মোবাইল অপারেটরদের লাইসেন্স নবায়ন অনুষ্ঠান



বিটিআরসি-র ১০ বছর পূর্তি



২০১৩ WTISD-2013



WTISD-2013



থ্রিজি স্পেকট্রাম নিলাম



মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের থ্রিজি নেটওয়ার্কের উদ্বোধন



ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আতাউল হুসেন সিকদার, এমপি এবং অন্যান্য উচ্চতর কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ২ অক্টোবর, ২০১৩ তে রবীন্দ্র এয়ারটেল এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত এয়ারটেল থ্রিজি নেটওয়ার্ক উদ্বোধনে বক্তব্য রাখছেন এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সিইও ও এমডি ব্রিন্স টেবিলি।



প্রাইমমন্ত্রীর থ্রিজি নেটওয়ার্ক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আতাউল হুসেন সিকদার, এমপি'র সাথে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. আব্দুসসব্বির সিদ্দিক, টেলিভিশন প্রোগ্রাম নির্বাহী কর্মকর্তা জন য়েত্রিক বাকসাস এবং প্রাইমমন্ত্রীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিবেক সুল।



বাংলাদেশ প্রথম আনুষ্ঠানিক থ্রিজি সার্ভিস জন করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আতাউল হুসেন সিকদার, এমপি। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ কে রবি অজিটেল লিমিটেড ডাক এবং ঐতিহ্যে একযোগে তাদের ৩.৫জি নেটওয়ার্ক উদ্বোধন করে।



শিক্ষাঙ্গণের মহিলাপুর জেলায় টেলিটকের থ্রিজি নেটওয়ার্ক উদ্বোধন করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আতাউল হুসেন সিকদার, এম পি। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. আব্দুসসব্বির সিদ্দিক।



মিনিস্ট্রিয়াল রাউন্ডটেবল, কানেক্ট এশিয়া প্যাসিফিক সামিট - ২০১৩



বিটিআরসি চেয়ারম্যান এবং সিটিও সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর টিম আনউয়িন



এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফোরাম



২০১৪ WTISD-2014



CTO Forum



২০১৫ ওয়ার্ল্ড রেডিও কম্যুনিকেশন কনফারেন্স



বায়োমেট্রিক সিম রেজিস্ট্রেশন



WTISD-2015



বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সবে দিবস-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত 'হ্যাণ্ডি ও রোট শো' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুবাইদ আহমেদ পলক, ডাঃ, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব ইরশাদ আহমেদ ও মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোয়াজ্জেব হোসেন বরন



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ মে সোমবার ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন ও তথ্যসংঘ দিবস এবং আইটিইউ এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।-পিআইডি



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ মে সোমবার ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন ও তথ্যসংঘ দিবস এবং আইটিইউ এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনলাইন সূচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।-পিআইডি



বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



আইসিটি অ্যাওয়ার্ড



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার জাতিসংঘ সদরদপ্তর এর UN Delegates Dining Room এ আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।-পিআইডি



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার জাতিসংঘ সদরদপ্তর এর UN Delegates Dining Room এ ITU মহাসচিব হার্ডিপিনকাউ এর নিকট থেকে আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার গ্রহণ করেন।-পিআইডি



২০১৬ WTISD-2016



WTISD-2016



রবি এয়ারটেল মার্জার (একীভূতকরণ)



মার্জার ফিস প্রদান



গণশুনানি



LTE Summit



LTE Summit



SATRC



SATRC



SATRC



হাই কমিশনার জনাব হর্ষ বর্ধন শিংলার বিটিআরসি পরিদর্শন



রাশিয়ান হাই কমিশনারের বিটিআরসি পরিদর্শন



QoS চুক্তি স্বাক্ষর ২০১৬



২০১৭

সেমিনার অন সেইফ ইন্টারনেট অ্যান্ড ব্রডব্যান্ড



সাইনিং এগ্রিমেন্ট অব সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট



ভারতের সাথে MoU স্বাক্ষর



ICT উপদেষ্টার সাথে সভা



ICT উপদেষ্টার সাথে সভা



GIS কন্ট্রাক্ট সাইনিং



বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রজেক্ট বাস্তবায়নের অংশ



বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রজেক্ট বাস্তবায়নের অংশ



বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রজেক্ট বাস্তবায়নের অংশ



WTISD 2017



রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ মে ২০১৭ বুধবার ঢাকার গুসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘে নিবস-২০১৭ উদযাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।-পিআইটি



ডাক ও টেলিকমিউনিকেশন কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘে নিবস-২০১৭ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ মে ২০১৭ বুধবার ঢাকার গুসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বক্তৃতা করেন।-পিআইটি



৮ম APT CSF-8



SoF



মন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর হাথ তহবিলে বিটিআরসি'র এসওএফ ফান্ডের অর্থ হস্তান্তর। ৩০ আগস্ট ২০১৭।



২০১৮ ITU RR_APT PRF



৪জি স্পেকট্রাম অকশন



৪জি স্পেকট্রাম অকশন



৪জি লাইসেন্স অ্যাওয়ার্ডিং অনুষ্ঠান



টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদান অনুষ্ঠান



বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ



বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ



থালেস হতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এরা মালিকানা গ্রহণ



এমএনপি সার্ভিস চালুকরণ সংক্রান্ত সভা



CSSF এর উপর ফেসবুক কর্মশালা



ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৮



২০১৯ ফেসবুকের সাথে বিটিআরসি-র সমন্বয় সভা



বিটিআরসি-র নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন অনুষ্ঠান। তারিখ-১৩ মার্চ ২০১৯



ICANN কর্মকর্তাদের সাথে সভা



বিটিআরসি গণশুনানি-২০১৯



কোরিয়ান স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হস্তান্তর



বিটিআরসি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট



IMEI ডাটাবেইস উদ্বোধন



IMEI ডাটাবেইস উদ্বোধন



BTCL এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর



ডোমেইনে বাংলালিপির ব্যবহারবিধি বিষয়ক কর্মশালা



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লিকট ডাকায় তাঁর কার্যালয়ে ITU Telecom World 2019 এ সক্রিয় অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ বিটিসিআরসিকে প্রদত্ত Certificate of Appreciation এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনিমানে সফল উদ্যোগ 'Central Biometric Verification Monitoring Platform (CBVMP)'কে সেরা উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ 'Recognition of Excellence' হস্তান্তর করেন ডাক ও টেলিকযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার (সোমবার, ২৫ নভেম্বর ২০১৯)।-পিআইডি



২০২০ বিটিআরসির বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের যোগদান



BTCL এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর



AMTOB এর সাথে সভা



ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা



ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস



গ্রামীণফোন পেইড ১০০০ ক্রোড় ফর জিপি অডিট র্লেইম



২০২১

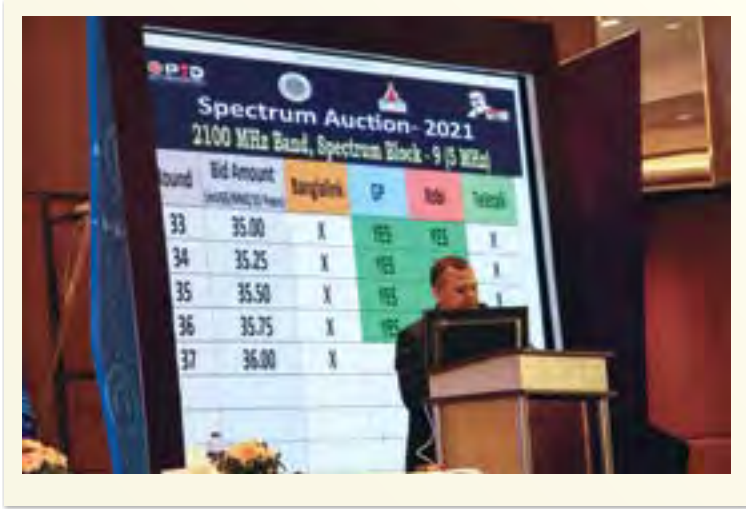
বিসিসি এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর



৪জি স্পেকট্রাম অকশন



৪জি স্পেকট্রাম অকশন



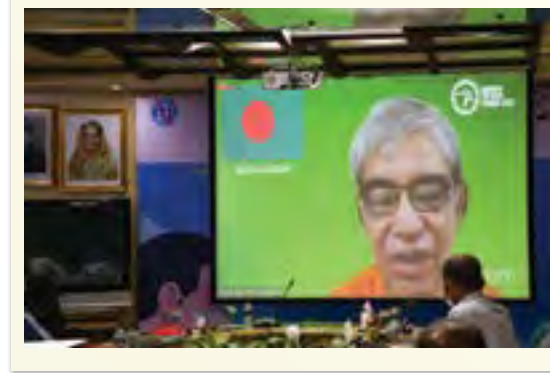
এনটিএমসির সাথে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর



মুজিব শতবর্ষ উদযাপন



WSIS প্রাইজ রিসিভিং অনুষ্ঠান



৫জি ইনআগারেশন



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে "ডিজিটাল বাংলাদেশ সিবস-২০২১" এবং "৫-জি নেটওয়ার্ক সেবা উদ্বোধন উপলক্ষে স্বরূক খান ও চাকরিজিতী অবমুক্ত করেন (রোববার, ১২ ডিসেম্বর ২০২১)।-পিআইটি



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার হোটেল রেডিসনে পঞ্চম প্রজন্মের (৫জি) মোবাইল ইন্টারনেট সেবার উদ্বোধন অর্ন্তর্ভূত ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন (রোববার, ১২ ডিসেম্বর ২০২১)।-পিআইটি



প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপসচিব সর্দার আহমেদ ভায়েদুল ভায়েদুল হোসেন রেডিসনে পঞ্চম প্রজন্মের (৫জি) মোবাইল ইন্টারনেট সেবার উদ্বোধন অর্ন্তর্ভূত ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। ডাক ও টেলিকমিউনিকেশন মন্ত্রী মোহাম্মদ জব্বার এলাহ উপস্থিত ছিলেন (রোববার, ১২ ডিসেম্বর ২০২১)।-পিআইটি



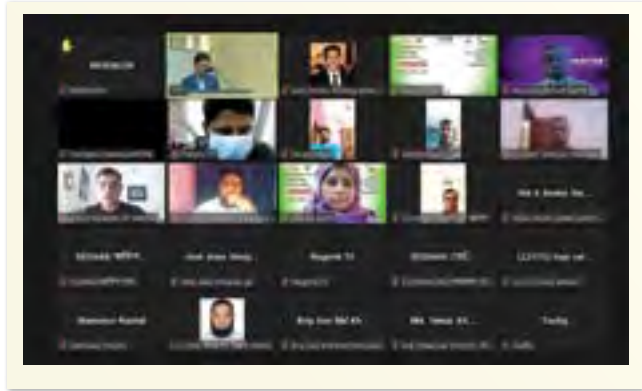
ডাক ও টেলিকমিউনিকেশন মন্ত্রী মোহাম্মদ জব্বার ভায়েদুল হোসেন রেডিসনে পঞ্চম প্রজন্মের (৫জি) মোবাইল ইন্টারনেট সেবার উদ্বোধন অর্ন্তর্ভূত বক্তব্য রাখেন (রোববার, ১২ ডিসেম্বর ২০২১)।-পিআইটি



অর্ধেক খরচে (২৫ পয়সায়) বাংলা এসএমএস



গণশুনানি-২০২১



স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান-২০২১



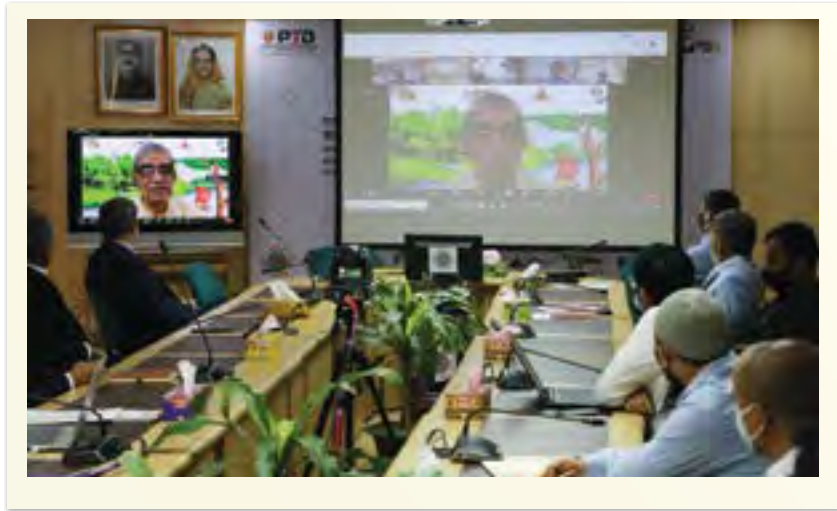
বঙ্গবন্ধু কনীর



টেক্সট ওনলি ফেসবুক, মেসেঞ্জার অ্যান্ড ডিসকভার অ্যাপ এর শুভ উদ্বোধন



TMS কন্ট্রাক্ট সাইনিং অনুষ্ঠান



“এক দেশ এক রেট”- ট্যারিফ উদ্বোধন



স্মরণিকায় তথ্য, উপাত্ত ও ছবি প্রদানের মাধ্যমে অবদানকারীদের তালিকা



বিষয়	অবদানকারীগণের নাম
নির্দেশনা	জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, চেয়ারম্যান জনাব সুব্রত রায় মৈত্র, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌ. মো. মহিউদ্দিন আহমেদ, কমিশনার (ইএন্ডও) জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, কমিশনার (এলএল) প্রকৌ. এ.কে.এম. শহীদুজ্জামান, কমিশনার (এসএম)
সম্পাদনা	জনাব সুব্রত রায় মৈত্র, ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মো. দেলোয়ার হোসাইন, মহাপরিচালক (প্রশাসন) ব্রি. জে. মো. এহসানুল কবীর এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক (ইএন্ডও) ব্রি. জে. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পিএসসি, মহাপরিচালক (এসএম) জনাব আশীষ কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক (এলএল) ব্রি. জে. মো. নাসিম পারভেজ এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক (এসএস)
বাণী সংগ্রহ	জনাব মো. জহিরুল ইসলাম, সাবেক কমিশন সচিব জনাব মো. জাকির হোসেন খাঁন, উপপরিচালক জনাব খালেদ ফয়সাল রহমান, উপপরিচালক
টেলিকম শিল্পের ইতিহাস	জনাব মো. কামরুল ইসলাম, পরিচালক জনাব এস এম গোলাম সরোয়ার, উপপরিচালক জনাব মুহাম্মদ জাকারিয়া ভূইয়া, সিনি. সহ. পরিচালক
বঙ্গবন্ধু ও টেলিকম সেক্টর	জনাব মো. কামরুল ইসলাম, পরিচালক
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও টেলিকম সেক্টর	জনাব মো. আমজাদ হোসেন, উপপরিচালক
মাননীয় তথ্য উপদেষ্টা ও টেলিকম সেক্টর	জনাব মাহমুদুর রহমান, সিনি. সহ. পরিচালক
বিটিআরসি-র ইতিহাস	জনাব মো. দেলোয়ার হোসাইন, মহাপরিচালক জনাব আশীষ কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক জনাব এস এম তাইফুর রহমান, উপপরিচালক জনাব মো. আব্দুস শাহীদ চৌধুরী, সিনি. সহ. পরিচালক



বিষয়	অবদানকারীগণের নাম
বিটিআরসি কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ	<p>জনাব ব্রিগে. জেনা. মো. শহীদুল আলম, মহাপরিচালক</p> <p>জনাব ব্রিগে. জেনা. মো. নাসিম পারভেজ, মহাপরিচালক</p> <p>জনাব ব্রিগে. জেনা. মো. এহসানুল কবীর, মহাপরিচালক</p> <p>জনাব মো. কামরুল ইসলাম, পরিচালক</p> <p>জনাব রোকসানা মেহজাবিন, উপপরিচালক</p> <p>জনাব মো. আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক</p> <p>জনাব মো. নাহিদুল হাসান, উপপরিচালক</p> <p>জনাব সঞ্জীব কুমার সিংহ, উপপরিচালক</p> <p>জনাব মো. আশফাক আহমেদ, উপপরিচালক</p>
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিটিআরসি-র ভূমিকা	<p>জনাব ব্রিগে. জেনা. মো. নাসিম পারভেজ, মহাপরিচালক</p> <p>জনাব ব্রিগে. জেনা. মো. এহসানুল কবীর, মহাপরিচালক</p> <p>জনাব রুমানা হক, উপপরিচালক</p> <p>জনাব মোহাম্মদ ফারহান আলম, উপপরিচালক</p> <p>জনাব মাহদী আহমদ, উপপরিচালক</p> <p>জনাব মো. মেহেদী হাসান, সহ. পরিচালক</p>
টেলিকম লাইসেন্সি ও অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশন-এর অবদান	<p>জনাব মো. নাহিদুল হাসান, উপপরিচালক</p> <p>জনাব এস এম তাইফুর রহমান, উপপরিচালক</p> <p>জনাব সঞ্জীব কুমার সিংহ, উপপরিচালক</p>
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিটিআরসি-র সফলতা ও ভূমিকা	<p>জনাব মাহদী আহমদ, উপপরিচালক</p> <p>জনাব খালেদ ফয়সাল রহমান, উপপরিচালক</p> <p>জনাব মো. জাকির হোসেন খাঁন, উপপরিচালক</p> <p>জনাব মো. মেহেদী হাসান, সহ. পরিচালক</p>



বিষয়	অবদানকারীগণের নাম
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা	বিটিআরসি-র জনাব প্রকৌশলী মো. মেসবাহুজ্জামান, মহাপরিচালক জনাব মো. কামরুল ইসলাম, পরিচালক জনাব মো. হাসিবুল কবির, উপপরিচালক
সামাজিক দায়বদ্ধতা বিটিআরসি-র অবদান	প্রতিপালনে জনাব এস এম গোলাম সরোয়ার, উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ ফারহান আলম, উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, সহ. পরিচালক
কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ভূমিকা	বিটিআরসি-র জনাব মোহাম্মদ ফারহান আলম, উপপরিচালক জনাব মো. মেহেদী হাসান, সহ. পরিচালক
বঙ্গবন্ধুর তথ্য প্রযুক্তি ভাবনা ও স্যাটেলাইট	বাংলাদেশের জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, চেয়ারম্যান, বিটিআরসি
ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ক বিটিআরসি	নির্মাণে জনাব মোস্তফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ছবি সংগ্রহ	জনাব মো. জাকির হোসেন খাঁন, উপপরিচালক জনাব এমরান হোসেন গাজী, ফটোগ্রাফার
মুদ্রণ, প্রকাশনা, ভিডিও ডকুমেন্টারি	জনাব মো. কামরুল ইসলাম, পরিচালক জনাব মো. জহিরুল ইসলাম, সাবেক কমিশন সচিব জনাব মো. জাকির হোসেন খাঁন, উপপরিচালক জনাব মো. আমজাদ হোসেন, উপপরিচালক
ফটোগ্যালারির জন্য ছবি বাছাই ও সংযোজন	জনাব ব্রিগে. জেনা. মো. নাসিম পারভেজ, মহাপরিচালক জনাব মো. মেহেদী হাসান, সহ. পরিচালক
গ্রন্থ সংকলন	জনাব ব্রিগে. জেনা. মো. নাসিম পারভেজ, মহাপরিচালক জনাব মো. আব্দুস শাহীদ চৌধুরী, সিনি. সহ. পরিচালক জনাব মো. মেহেদী হাসান, সহ. পরিচালক





সমাপ্ত

